বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

BANGLADESH COMPUTER COUNCIL
COMPUTER FOR EVERYTHING

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

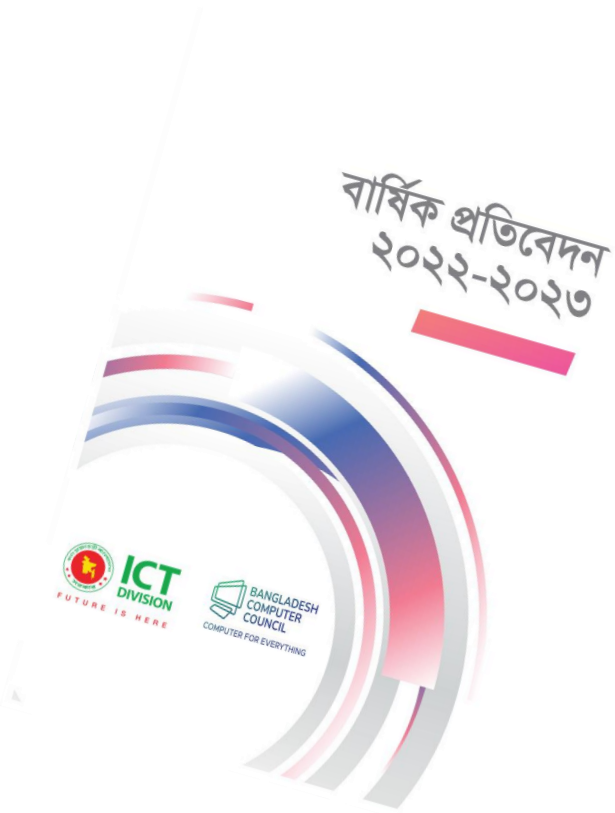

BANGLADESH COMPUTER COUNCIL
COMPUTER FOR EVERYTHING

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

"বিশ্বের সকল সম্পদ ও কারিগরিজ্ঞানের সুষ্ঠু বণ্টন দ্বারা এমন কল্যাণের দ্বার খুলে দেয়া যাবে যেখানে প্রত্যেক মানুষ সুখী ও সম্মানজনক জীবনের ন্যূনতম নিশ্চয়তা লাভ করবে।"

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

(*জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনের ভাষণ থেকে উদ্ধৃত*)

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

BANGLADESH COMPUTER COUNCIL
COMPUTER FOR EVERYTHING

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

উপদেষ্টা

জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন
সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

পরিকল্পনা ও নির্দেশনায়

রণজিৎ কুমার
নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

সহযোগিতায়

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও এর আওতাধীন
আঞ্চলিক কার্যালয়/প্রকল্পসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

সম্পাদনা পরিষদ

মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম
সচিব, বিসিসি
শেখ মোহাম্মদ ফজলে এলাহী
লাইব্রেরিয়ান কাম পাবলিকেশন্স অফিসার, বিসিসি

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
www.bcc.gov.bd

“ডিজিটাল কানেক্টিভিটিই হবে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রধান হাতিয়ার। এই কানেক্টিভিটির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্মেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি।”

শেখ হাসিনা, এম পি
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
(‘ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা-২০২৩’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেওয়া ভিডিও বার্তা থেকে উদ্বৃত)

“তরুনদের মেধা, নতুন নতুন চিন্তাধারা, সৃজনশীল মনোভাব দেশকে সামনের দিকে অনেক দূর এগিয়ে নিবে।”

সজীব ওয়াজেদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা

“ডিজিটাল বাংলাদেশ একটি চলমান প্রক্রিয়া, একটা জার্নি। যাকে বলে ‘ফিলসফি অব রেভ্যুলেশন’। এই প্রযুক্তি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক সম্মৃদ্ধি এনে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়াই আমাদের লক্ষ্য।”

জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এম পি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ সামসুল আরেফিন
সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

বাণী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল অন্যতম নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপরিচিত। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-এর কর্মকাণ্ড যে শুধু ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্য অর্জনেই সীমাবদ্ধ থেকেছে তা কিন্তু নয়, দেশের যেকোনো প্রয়োজনে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সমাধান নিয়ে এগিয়ে এসেছে। আমি জেনে খুব আনন্দিত হয়েছি যে, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে তা বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে আমাদের সামনে রূপকল্প হাজির করেছিলেন। এই রূপকল্পটি ছিল মূলত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক সংস্করণ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'। তাঁর স্বপ্ন ছিল তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে অর্থাৎ ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্য আয়ের জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প, তাঁর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়-এর নেতৃত্ব এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি-এর তদারকিতে আজ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তিকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন সঠিক নীতিমালার সাথে বাস্তবধর্মী কৌশলকে সমন্বিত করা। আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্প সেই কাজটি যথাযথভাবে করতে পেরেছে। সে কারণেই আজ কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্ত সব শ্রেণীপেশার মানুষের জীবনে লেগেছে দিন বদলের ছোঁয়া। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, কানেকটিভিটি ও অবকাঠামো উন্নয়ন, ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ এই চারটি মূল স্তম্ভের আলোকেই ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে নিয়েছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল।

আগামীতেও 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তুলতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

(মোঃ সামসুল আরেফিন)

রণজিত কুমার
নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল দেশে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার এবং সরকারি পর্যায়ে কম্পিউটার প্রযুক্তির প্রচলন ও সম্প্রসারণে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সরকারি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের কার্যক্রম শুধুমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এটি ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অন্যতম নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মূল চারটি ভিত্তি ('তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা', 'কানেকটিভিটি ও অবকাঠামো উন্নয়ন', 'ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়ন' এবং 'তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন') এবং এর বাইরে গিয়ে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দিন বদলের স্বপ্নপূরণকে ত্বরান্বিত করেছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আওতায় বিভিন্ন সংস্থা এবং প্রকল্পের উদ্যোগে **১,০৭,৯৯০** নাগরিককে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়নমূলক, কর্মসংস্থান উপযোগী, পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সহায়ক, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ ও প্রসার উপযোগী, উদীয়মান প্রযুক্তি, সাইবার নিরাপত্তা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে সচিবালয় পর্যন্ত সরকারি দপ্তরে নিশ্চিত করা হয়েছে উচ্চ গতির ইন্টারনেট। প্রত্যন্ত এবং দুর্গম অঞ্চলসহ সমগ্র বাংলাদেশ আজ একটি সমন্বিত নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত।

ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের উদ্যোগে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো। গাজীপুরের কালিয়াকৈর-এ বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে স্থাপিত ডাটা সেন্টারটি বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম ডাটা সেন্টার। বিজিডি ই-গভ সার্ট (BGD e-GOV CIRT) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সাইবার ইন্সিডেন্ট রেসপন্সে সহায়তা, সরকারি গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইট ও অ্যাপ্লিকেশনসমূহের ঝুঁকি পরীক্ষা এবং সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শ, সতর্ক বার্তা প্রকাশ করা হচ্ছে।

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে, নবীন, মধ্যম এবং উর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ। বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে এবং বিভিন্ন দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সংযোগ তৈরির লক্ষ্যে প্রস্তুত করা হয় Bangladesh IT Connect পোর্টাল।

'স্মার্ট লিডারশিপ একাডেমি' কার্যক্রমের আওতায় সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক, শিক্ষিত তরুণদের আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স (এআই), ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), ব্লকচেইন, বিগ ডেটা, থ্রিডি প্রিন্টিং এর মতো অগ্রসর প্রযুক্তিতে (4IR) দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তরুণদের উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশে এবং স্টার্টআপকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে 'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি (iDEA)' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশে উদ্ভাবন এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশে ''উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি (iDEA)' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে তা বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। আশা করি, এই প্রতিবেদনটি শিক্ষক, গবেষক, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী অথবা যেকোনো আগ্রহী পাঠকের কাজে লাগবে।

আগামীদিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল বরাবরের মত নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

(রণজিৎ কুমার)

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
১.	ভূমিকা	১৪-১৬
২.	পরিচিতি	১৭-২১
৩	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	২১
৪.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২২	২২
৫.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০২২-২০২৩ সালের কর্মপরিকল্পনা	২৩
৬.	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সেবাসমূহ	২৩
৭.	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	২৪-৩৭
	৭.১ কানেক্টিভিটি (অবকাঠামো উন্নয়ন)	২৪.২৬
	৭.২ দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	২৭-৩০
	৭.৩ ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়ন	৩১-৩৫
	৭.৪ ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন	৩৬-৩৭
	৭.৫ পরামর্শ সেবা	৩৭
৮.	বিসিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৩৮-৪৯
	৮.১ ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ ৩ (ইনফো সরকার) প্রকল্প	৩৯-৪০
	৮.২ BGD e-GOV CIRT এর সক্ষমতা বৃদ্ধি (Strengthening of BGD e-GOV CIRT) শীর্ষক প্রকল্প	৪০-৪২
	৮.৩ উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ (Innovation Design and Entrepreneurship Academy-iDEA) শীর্ষক প্রকল্প	৪২-৪৩
	৮.৪ গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ শীর্ষক প্রকল্প	৪৩-৪৪
	৮.৫ বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	৪৫
	৮.৬ সরকারের ভিডিও কনফারেন্স প্লাটফর্ম শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প	৪৬
	৮.৭ Enhancing Digital Government and Economy (EDGE) প্রকল্প	৪৬-৪৭
	৮.৮ টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকাসমূহে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) শীর্ষক প্রকল্প	৪৮
	৮.৯ ডিজিটাল সিলেট সিটি শীর্ষক প্রকল্প	৪৮-৪৯
৯.	বিসিসি কর্তৃক আয়োজিত ইভেন্ট (তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, আয়োজন এবং অর্জন)	৫০-৫৭
	৯.১ ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (আইসিপিসি) ২০২২	৫১-৫৩
	৯.২ বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্ট-২০২৩	৫৩-৫৪
	৯.৩ 'বাংলার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ২.০' (AI for Bangla 2.0) প্রতিযোগিতা ২০২৩ ও ফন্টের জন্য বর্ণ ডিজাইন প্রতিযোগিতা	৫৪-৫৫

পৃষ্ঠা

৯.৪ সাইবার ড্রিল ৫৫

৯.৫ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকরি মেলা-২০২৩ ৫৬

৯.৬ যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা ২০২৩ ৫৬-৫৭

১০. বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের বিষয়ে জাতীয় দৈনিক এবং অনলাইন পোর্টালে প্রকাশিত সংবাদ ৫৮-৫৯

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) দেশে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার এবং সরকারি পর্যায়ে কম্পিউটার প্রযুক্তির প্রচলন ও সম্প্রসারণে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যে অন্যতম। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ-২০২১' এর স্বপ্নপূরণে বিসিসি আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন ও কানেক্টিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা, ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা এবং আইসিটি শিল্পের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে অভূতপূর্ব সাফল্য এবং দেশবিদেশে অর্জন করেছে পুরস্কার ও সম্মাননা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার ও প্রয়োগ করে দেশকে উন্নয়নের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়া সম্ভব। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে 'স্মার্ট বাংলাদেশ'। অর্থাৎ আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী বাংলাদেশ যার স্তম্ভ হবে চারটি (১) স্মার্ট সিটিজেন; (২) স্মার্ট গভর্নমেন্ট; (৩) স্মার্ট ইকোনমি এবং (৪) স্মার্ট সোসাইটি। যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও আর্থিক খাতের কার্যক্রম স্মার্ট পদ্ধতিতে রূপান্তর, সরকারি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং উন্নয়নে দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণসহ সরকারি বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করা। তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ, উৎকর্ষ সাধন, ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় অনলাইন সেবা পৌঁছে দেয়া, সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

(ক) আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন ও কানেক্টিভিটি স্থাপন

ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রায় বিসিসির মাধ্যমে ইতোমধ্যে দেশে শক্তিশালী আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন ও কানেক্টিভিটি গড়ে তোলা হয়েছে। গ্রাম পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটেছে। বিশ্বায়নের এ যুগে দেশের প্রত্যন্ত বা দুর্গম অঞ্চলের নাগরিকরাও যেন তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনমানের উন্নতি সাধন করতে পারে সে লক্ষ্য বিসিসি কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-III) থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে মেইল ডোমেইন, ওয়েব সাইট ও অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং, কো-লোকেশন সার্ভিস, ক্লাউড সার্ভিস ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২,৬০০টি ইউনিয়নে স্থাপিত ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবলের দ্রুতগতির ইন্টারনেট অবকাঠামোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পিপিপি মডেলে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। নেটওয়ার্কের আওতাবহির্ভূত দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকার ৬৫৩টি ইউনিয়নে কানেক্টিভিটি প্রদানের লক্ষ্যে 'কানেক্টেড বাংলাদেশ' প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। ক্যাশলেস সোসাইটি গড়ে তোলার লক্ষ্যে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবিত 'বিনিময়' প্ল্যাটফর্মটির নির্ভরযোগ্য অপারেশনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের premises-এ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন করা হয়েছে। ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবলের বিকল্প হিসেবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর ট্রান্সপন্ডার ব্যবহারের জন্য 'সরকারের ভিডিও কনফারেন্স প্লাটফর্ম শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের আওতায় মোবাইল স্যাটেলাইট অ্যান্টেনা সম্বলিত ০২ (দুই) টি গাড়ি (ভ্যান) সংগ্রহে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

(খ) দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও উদীয়মান প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম, প্রশিক্ষিত, দক্ষ জনসমষ্টি স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অন্যতম মূল ভিত্তি। সে প্রেক্ষিতে এ স্তম্ভের প্রধান লক্ষ্য হলো শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বস্তরে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞান সংযোজন ও প্রয়োগ এবং নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে অভিযোজনে সক্ষমতা অর্জনের নিমিত্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সকলের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ। বিশেষত তরুণ প্রজন্মকে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে অভিযোজিত করে তোলা এবং সফল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক মানবসম্পদে রূপান্তরিত করা। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণকে সামনে রেখে বিসিসি স্মার্ট নাগরিক (মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ) তৈরির উপর জোর দিয়েছে। বিসিসির বিকেআইআইসিটি এবং ৭ টি বিভাগীয় আঞ্চলিক কেন্দ্র হতে বর্তমান বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী ৭টি ডিপ্লোমা/পিজিডি ও ২৬টি স্বল্পমেয়াদি কোর্সের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ২০৪৯ জন এবং ৪০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আইসিটিবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০০ জন মাননীয় সংসদ সদস্য ও ৭১ জন সরকারি কর্মকর্তাকে 'স্মার্ট লিডারশিপ ফর স্মার্ট বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে 'স্মার্ট লিডারশিপ একাডেমি' এর কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। দেশের শিক্ষিত তরুণদের অগ্রসর প্রযুক্তিতে (4IR) দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য Hire and Train কর্মসূচির আওতায় ৫০৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১,৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ চলমান। 'ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন' প্রকল্পের আওতায় ৩,৭৬৩টি স্কুলের প্রায় ৯৪,০৭৫ জন শিক্ষার্থীর এবং প্রায় ৪,২৯৬ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিসিসির অধীন iDEA প্রকল্পের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪২৭ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।বিজিডি ই-গভ সার্ট এর মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা, সাইবার নিরাপত্তা পেশাদারগণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ মোট ১০২৬ জনকে বেসিক ও অ্যাডভান্সড সাইবার নিরাপত্তাবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারি দপ্তরে কর্মরত ৬০০ জন কর্মকর্তাকে ভিডিও কনফারেন্সিং অপারেশন ও ট্রাবলশুটিং এবং ৫০ জন কর্মকর্তাকে স্যাটেলাইট অপারেশনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। WIFI কর্মসূচির আওতায় ১১৮০ জন নারীকে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

(গ) ই-গভর্ন্যান্স

ডিজিটাল বাংলাদেশের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা। সরকারের সর্বস্তরে ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সকল সরকারি সেবা সকল নাগরিকের জন্য সহজলভ্য করা। এ অভীষ্ট পূরণে ই-সেবা ও ই-প্রশাসন প্ল্যাটফরম প্রস্তুত এবং প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো প্রণয়নের মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক চাহিদাসহ অন্যান্য সকল সরকারি সেবা সহজে প্রদানপূর্বক স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সরকারের মূল লক্ষ্য। বিসিসি ইতোমধ্যে ২৬০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট অবকাঠামো স্থাপন এবং বাংলাদেশ পুলিশের ১,০০০ টি অফিসে VPN সংযোগ স্থাপন এর মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশের অন্যতম স্তম্ভ স্মার্ট গভর্নমেন্টের বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে। বিজিডি ই-গভ সার্ট এর মাধ্যমে ২৯টি আইটি নিরীক্ষা (IT Audit) সম্পন্ন, ১৭৮ টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ৩৩৪৯টি সাইবার ইন্সিডেন্ট রেসপন্সে সহায়তা প্রদান; ৬৫৬টি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শ, সতর্ক বার্তা এবং সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। বিসিসির সিএ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত পর্যায়ে মোট ৫৬৫ টি ডিজিটাল স্বাক্ষর ইস্যু করেছে। BNDA এর জাতীয় ই-সার্ভিস বাসের মাধ্যমে NID API ২.৮০+ কোটি বার ব্যবহৃত হয়েছে এবং বিটিআরসির CBVMP API প্রায় ৪৯ লক্ষ বার ব্যবহৃত হয়েছে। ৩৬ টি সফটওয়্যার এবং ১৮৯টি আইটি ডিভাইস (হার্ডওয়্যার) টেস্টিং সম্পন্ন করা হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিভিত্তিক বাংলা বানান পরীক্ষক 'সঠিক' ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলক ভার্সন হিসেবে উন্মুক্ত; হাসিনা এন্ড ফ্রেন্ডস ওয়েব প্লাটফর্ম, জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার 'তর্জনী', 'সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বাস্তবায়নাধীন হেল্‌থ সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ১৩টি মডিউলের উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(ঘ) আইসিটি শিল্পের বিকাশ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আইসিটি শিল্পের বিকাশ গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তাদের উন্নতি সাধন; প্রয়োজনীয় সেবা, প্রযুক্তি ও প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে আইসিটি শিল্পকে বিকশিত করা এবং আইসিটি শিল্পকে রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত করা ও এক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা এ স্তম্ভের প্রধান অভীষ্ট। বিসিসি ইতোমধ্যে ইন্টারপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম (আইডিটিপি)/'বিনিময়' প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশের অন্যতম স্তম্ভ স্মার্ট ইকোনমির বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে। যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক কোম্পানিসমূহের সাথে বাণিজ্য প্রসারের জন্য ৫টি "বাংলাদেশ আইটি কানেক্ট পোর্টাল" তৈরি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ২০৩০ এর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে বিসিসি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় এবং তথ্যপ্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের সোপান থেকে উন্নয়নশীল দেশের যোগ্যতা অর্জন করেছে। এভাবেই বাংলাদেশ শ্রমনির্ভর অর্থনীতি থেকে জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতিতে উত্তরণে নতুন মাইল ফলক অতিক্রম করছে। তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক রূপান্তর (Digital Transformation) এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ঘোষিত সময়ের পূর্বেই উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে মর্মে আশা করা যায়।

২. পরিচিতি

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) দেশে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার এবং সরকারি পর্যায়ে কম্পিউটার প্রযুক্তির প্রচলন ও সম্প্রসারণে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সরকারি প্রতিষ্ঠান। বিসিসির গোড়াপত্তন হয়েছিল ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠাকালে এর নাম ছিল 'জাতীয় কম্পিউটার কমিটি'। পরবর্তীকালে ১৯৮৮ সালে সরকার একটি রেজুলেশনের মাধ্যমে 'জাতীয় কম্পিউটার বোর্ড (জ্যাকব)' নামে একটি স্থায়ী সংস্থা সৃষ্টি করে। ১৯৮৯ সালের ২৫ নং অধ্যাদেশ বলে এ প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল' করা হয়। এরপর ১৯৯০ সালে জাতীয় সংসদের ৯ নং আইন বলে 'বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল আইন ১৯৯০' পাশ হলে এ প্রতিষ্ঠানটি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীন পরিচালিত হতে থাকে। এরপর ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে তৎকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যস্ত করা হয়। দেশে তথ্যপ্রযুক্তির চর্চা ও প্রসার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নামে একটি পৃথক বিভাগ সৃষ্টি করে এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে এ বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করে। ইতোমধ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিয়ে ২০১৪ সালে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সৃজিত হয়। ফলে ২০১৪ সাল হতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল নতুন এ মন্ত্রণালয়ের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একটি সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

চিত্র-১: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ক্রমবিবর্তন

২.১ ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর সেন্টার অব 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স'

ঢাকার আগারগাঁও শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকায় ১.২৪৩ একর জায়গায় ১৫ তলা বিশিষ্ট আইসিটি টাওয়ারে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের প্রধান কার্যালয়। এই ভবনে রয়েছে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ 'এবং এর সাথে সম্পর্কিত সকল কর্তৃপক্ষ, বিভাগ, সংস্থা এবং প্রকল্পসমূহের প্রধান অফিস। এছাড়া জাতীয় ডাটা সেন্টার (Tier-III), জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার (এনওসি), বিজিডি ই -গভ সার্ট, ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সি, ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার, বাংলাদেশ কোরিয়া ইনস্টিটিউট অফ আইসিটি (বিকেআইআইসিটি), উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমীর মত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের কার্যক্রম এ ভবন থেকে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ভবনটি সরকারের 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে সকল ধরনের কাজের 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসেবে কাজ করছে।

চিত্র- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল'র প্রধান কার্যালয়

চিত্র- স্টেট অব দি আর্ট অডিটোরিয়াম।

২.২ বিশ্বমানের প্রশিক্ষণে বিকেআইআইসিটি

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর আওতায় বিকেআইআইসিটি'র অন্যতম কার্যক্রম হল আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আইসিটি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলা। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিসিসি ভবনের নীচ তলায় ২০০৪ সালে বাংলাদেশ কোরিয়া ইনস্টিটিউট অফ আইসিটি (বিকেআইআইসিটি) স্থাপন করা হয়। কোরিয়া সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এ ইনস্টিটিউটের যাবতীয় অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে ১১টি সুসজ্জিত ল্যাব, কর্মকর্তাদের জন্য কিউবিক্যাল ও রুম, সার্ভার রুম এবং অন্যান্য সুবিধাদি। এর প্রত্যেকটি ল্যাবের আসন সংখ্যা ২০ এবং তা অত্যাধুনিক কম্পিউটার দ্বারা সুসজ্জিত। প্রতিটি ল্যাব নেটওয়ার্কের আওতাধীন এবং ইন্টারনেট সুবিধা সম্বলিত।

চিত্র- বাংলাদেশ কোরিয়া ইনস্টিটিউট অফ আইসিটি (বিকেআইআইসিটি)

চিত্র- বিকেআইআইসিটি'র অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাবে MRCS Part-1 পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী চিকৎসগণ।

২.৩ আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশজুড়ে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ

দেশের প্রতিটি প্রান্তে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করতে "বিভাগীয় সদরে স্ট্যান্ডার্ড কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা'' নামে জুলাই ১৯৯৮ থেকে জুন ২০০৮ মেয়াদে একটি প্রকল্প নেয়া হয়। এ প্রকল্পের আওতায় রাজধানীর বাইরে যথাক্রমে রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, চট্টগ্রাম ও ফরিদপুর বিভাগে ৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালে রংপুর বিভাগে আরেকটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের রাজস্ব বাজেট থেকে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

চিত্র-৬: বিসিসি'র ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়।

২.৪ রূপকল্প (Vision):

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার করে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা।

২.৫ অভিলক্ষ্য (Mission):

স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তার সাথে নাগরিকদের উন্নত সেবা প্রদান। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে সরকারকে সহায়তা করা।

২.৬ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের প্রধান কার্যাবলি

দেশের সকল শ্রেণীপেশার মানুষের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অন্যতম লক্ষ্য। তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা, নাগরিকদের জন্য উন্নত ও আধুনিক ডিজিটাল সেবা প্রদান, কানেকটিভিটি ও অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের জন্য সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা, মূলত এই চারটি প্রধান ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নানাবিধ কাজের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ তুলে ধরা হলো।

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার জাতীয় আধার হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ে পরামর্শ ও কারিগরি সেবা প্রদান;
- ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ও ইন্টার-অপারেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত মান ও স্পেসিফিকেশন নির্ধারণ;
- সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার টেস্টিং এবং সার্টিফিকেশন;
- জাতীয় ডেটা সেন্টার, পাবলিক সিএ, নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার, সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার পরিচালনা এবং ই-সেবা প্রদানে সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান এবং ডিজিটাল ফরেনসিক কার্যক্রম পরিচালনা;;
- তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারিক কাঠামো উন্নয়ন এবং আইটি, আইটিইএস শিল্প বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার মান উন্নয়ন ও নিশ্চিত করা, নব্য স্নাতকদের স্কিল গ্যাপ পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা এবং তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশি নাগরিকগণকে উপযোগী করে গড়ে তোলা;
- তথ্যপ্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিক মানের মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক একাডেমি স্থাপন ও পরিচালনা;
- তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা করা;
- তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি এবং দেশীয় ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, সহযোগিতা ও প্রয়োজনে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে চুক্তি সম্পাদন;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত কোন বিশেষ কর্তব্য পালনের জন্য সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হলে তা পালন করা;
- সরকারের সকল সেক্টরের ডিজিটাইজেশন এর ব্যবস্থা করা এবং পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারির জন্য উচ্চগতি সম্পন্ন নেটওয়ার্ক নির্মাণ ও পরিচালনা, উক্ত নেটওয়ার্কে নিরাপদ তথ্য প্রবাহ ও সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করা;
- সরকারের সকল অফিসে আইসিটি অডিট ব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়তা করা;
- উপর্যুক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২.৭ প্রশাসনিক কাঠামো

২.৭.১ পরিচালনা পরিষদ

(ক) চেয়ারম্যান
(খ) ভাইস-চেয়ারম্যান
(গ) সদস্য-সচিব
(ঘ) অন্যান্য সদস্য (অন্যূন আট এবং অনধিক দশ জন)।
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব পদাধিকারবলে কাউন্সিলের ভাইস-চেয়ারম্যান। বিসিসির নির্বাহী পরিচালক পদাধিকারবলে কাউন্সিলের সদস্য-সচিব এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত ৮/১০ জন কাউন্সিল সদস্য সমন্বয়ে বিসিসির কাউন্সিল পরিচালিত হচ্ছে।

২.৭.১ জনবল

অনুমোদিত জনবল				কর্মরত জনবল				শূন্যপদের বিবরণ				সর্বমোট		
১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	অনুমোদিত	**কর্মরত**	শূন্য
১৬৭	৮	৪৮	৪২	৮১	৫	২৯	৩২	৮৬	৩	১৯	১০	২৬৫	১৪৭	১১৮

৩. বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

৩.১ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)

বিবরণ	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ব্যয় (কোটি টাকায়)	ব্যয়ের হার (কোটি টাকায়)
অনুন্নয়ন	১০৭.২৫৯২	৮৮.৫৩৩৫	৮২.৫৪%
উন্নয়ন	২৯৪.১৪	২৯২.২০৯৭	৯৯.৩৪%

৩.২ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১২৮ টি	১০৯.৪১২১	৯৫ টি	১৫ টি	২০.৪৮২৬	১১৩ টি	৮৮.৯২৯৫

৪. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩

ক্র:নং:	কৌশলগত উদ্দেশ্য	গৃহীত কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক
১	তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের প্রসারে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন	নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণার্থী
২	ডিজিটাল অবকাঠামো স্থাপন/উন্নয়ন	ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি প্রদান	সংযোগকৃত ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার
৩	ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়ন	বিসিসির জাতীয় ডেটা সেন্টার হতে Platform as a service (PaaS) সেবা প্রদান	Platform as a service (PaaS) সেবা চালুকরণ
৪	গবেষণা ও উন্নয়ন	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য কিবোর্ড	উন্নয়নকৃত software

৪.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০২২-২০২৩)

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১	নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ	১০০০	১০১২
২	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ	৪০০	৪০০
৩	Emporia অন্তর্গত e-learning platform-এর মাধ্যমে অনলাইন কোর্স	২০০	৫৯০
৪	আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০০০	২৬২৩
৫	৪র্থ শিল্প বিপ্লব সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি ও সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৪০০	৪১২
৬	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্মসংস্থানে চাকরি মেলা আয়োজন	১৩-০৪-২০২৩	০৭-০১-২০২৩
৭	তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন	৩০	৩২
৮	সরকারি কর্মকর্তাদের Video Conference System পরিচালনায় প্রশিক্ষণ করা	৩৫০	৬০০
৯	জাতীয় পর্যায়ে আইসিটি ইভেন্ট আয়োজন	৪	৪
১০	FTFL, Middle Management প্রশিক্ষণ, CXO প্রশিক্ষণ, BDSkills এবং বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ (ইমার্জিং টেকনোলজি) কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি খাতের প্রশিক্ষণ	৮০০	৮১৯
১১	বাংলাদেশ সচিবালয়ে WIFI 6 স্থাপন	২১-০৫-২০২৩	২৭-০৩-২০২৩
১২	ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি প্রদান	৯০	৯৩
১৩	Video Conference System আধুনিকায়ন	১৫-০৬-২০২৩	১৫-০২-২০২৩
১৪	দুর্গম এলাকায় ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি সংযোগ প্রদান	১০০০	১৫০০
১৫	সফটওয়্যার কোয়ালিটি টেস্টিং ল্যাবে সফটওয়্যার এর গুণগত মান পরীক্ষা	৩৫	৩৬
১৬	সফটওয়্যার কোয়ালিটি টেস্টিং ল্যাবে হার্ডওয়্যার এর গুণগত মান পরীক্ষা	৫০	১৮৯
১৭	Video Conference System এর মাধ্যমে বিসিসি হতে কেন্দ্রীয়ভাবে Multi Conference পরিচালনা;	৩৫০	৩৫৩
১৮	বিসিসির জাতীয় ডেটা সেন্টার হতে Platform as a service (PaaS) সেবা প্রদান	০৮-০৬-২০২৩	০৩-০৪-২০২৩
১৯	বিসিসি'র এনডিসি হতে Cloud Service প্রদান	২৫	২৬
২০	স্টার্টআপকে মেন্টরিং প্রদান	১০০	১৯০
২১	স্টার্টআপ এক্সপো আয়োজন	১	১
২২	বাংলাদেশ আইটি কানেক্ট পোর্টালের কার্যক্রম বহির্বিশ্বে বর্ধিতকরণ	২	২
২৩	বাংলা স্টাইল গাইড মে ২০২৩	২৫-০৫-২০২৩	০৮-০৫-২০২৩
২৪	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য কিবোর্ড	০৮-০৬-২০২৩	০৮-০৫-২০২৩

৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে কর্মপরিকল্পনা

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা নির্ধারিত সময়ে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটির সভা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ০৪ (চার)টি কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নপূর্বক প্রমাণক যথাসময়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিসিসি ও আওতাধীন ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সুশাসাল প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত সভা আয়োজন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত বিষয়ে বিসিসির ওয়েবসাইট সর্বদা হালনাগাদ রাখা হয়েছে। এছাড়া শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত বিষয়ে সকলের আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা-২০২১ অনুসরণপূর্বক বিসিসি প্রধান কার্যালয় হতে ০১ জন কর্মকর্তা এবং ০২ জন কর্মচারী এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধানগণের মধ্য হতে ০১ জন কর্মকর্তাকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

৬. বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সেবাসমূহ

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল নিয়মিতভাবে যেসব নাগরিক সেবা প্রদান করে থাকে:

ক) পরামর্শ সেবা: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে নিয়মিতভাবে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাছাড়া সরকারি দপ্তরের কম্পিউটার সামগ্রী অকেজো বা ব্যবহারের অনুপযোগী ঘোষণা করতে বিসিসি মতামত দিয়ে থাকে।

খ) হোস্টিং সেবা ও ই-মেইল সেবা: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল জাতীয় ডাটা সেন্টারের মাধ্যমে হোস্টিং সেবা দিয়ে থাকে।

গ) প্রশিক্ষণ সেবা: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত বাংলাদেশ কোরিয়া ইনস্টিটিউট অফ আইসিটি (বিকেআইআইসিটি) এবং ৭ টি আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণও দেয়া হয়।

ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সেবা: তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল বছরজুড়েই নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে।

ঙ) গুণগত মান পরীক্ষা সেবা: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত সফটওয়্যার কোয়ালিটি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টারের মাধ্যমে দেশে বা বিদেশে তৈরি সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারের গুণগত মান পরীক্ষা করে সনদ প্রদান করা হয়।

চ): আইটি ইঞ্জিনিয়ার্সদের জন্য সেবা: আইটি ইঞ্জিনিয়ার্স পরীক্ষার (Information Technology Engineers Examination-ITEE) প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণসহ যাবতীয় বিষয়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল সেবা দিয়ে থাকে।

ছ) অবজেক্ট আইডেন্টিফায়ার: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল আবেদনের ভিত্তিতে ডিজিটাল অবজেক্ট আইডেন্টিফায়ার (DOI) বরাদ্দ দেয়।

জ) ডিজিটাল ও ই-স্বাক্ষর সেবা: বিসিসি-সার্টিফাইয়িং অথরিটির মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের ডিজিটাল ও ই-স্বাক্ষর বরাদ্দ করে থাকে।

ঝ) সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সেবা: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের বিজিডি ই-গভ সার্ট প্রকল্পের মাধ্যমে সাইবার থ্রেট ইন্টেলিজেন্স, আইটি অডিট, অ্যাডভান্সড ডিজিটাল ফরেনসিক, সাইবার সেন্সর, সাইবার জীম, Digital Diplomacy, রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ সেবা দেয়া হয়।

ঞ) রেন্টাল সেবা: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল থেকে অত্যাধুনিক সুবিধা সম্বলিত ল্যাব এবং মিলনায়তন ভাড়া নেয়া যায়।

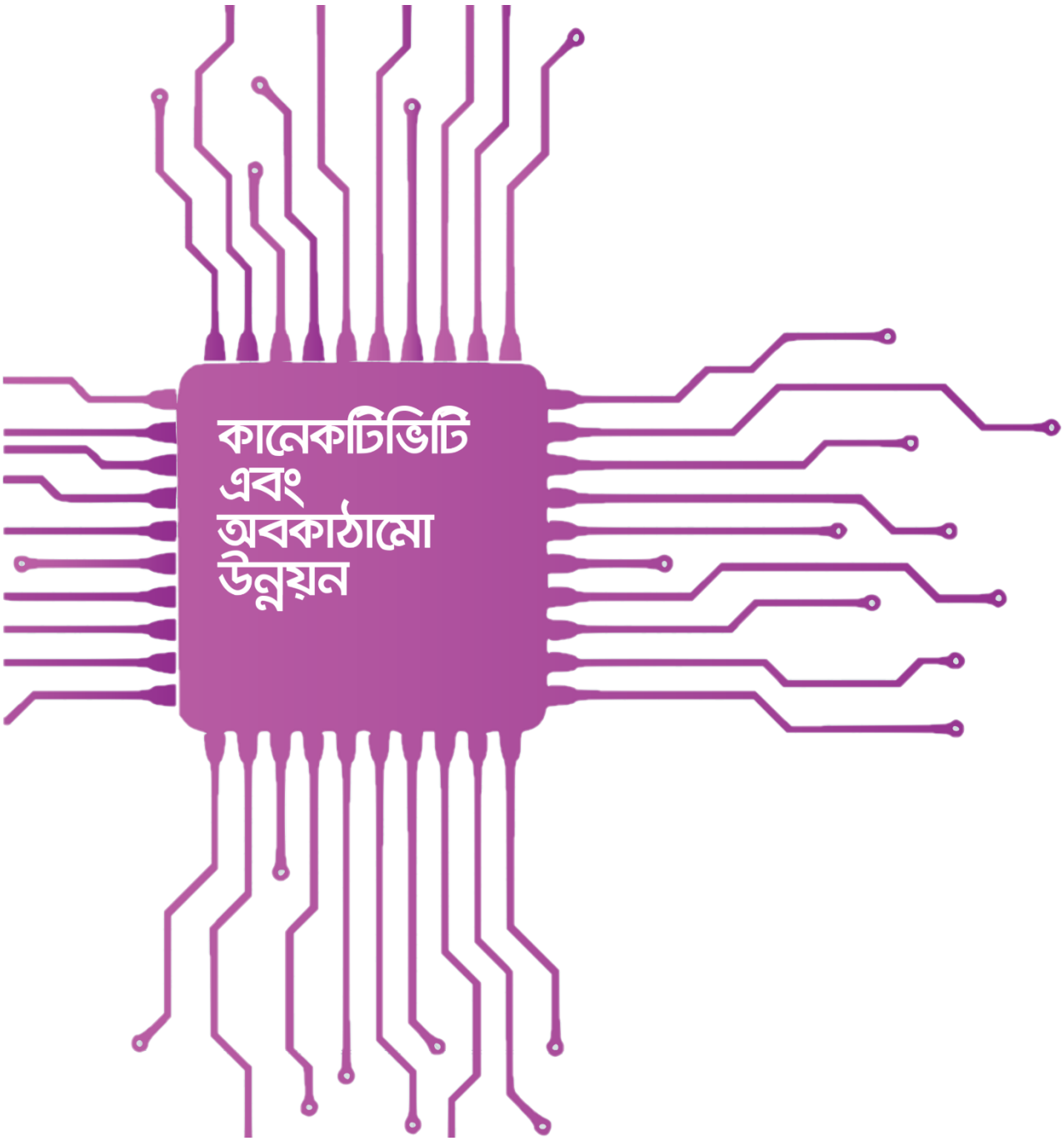
কানেকটিভিটি
এবং
অবকাঠামো
উন্নয়ন

৭. বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

৭.১ কানেক্টিভিটি (অবকাঠামো উন্নয়ন):

ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রার কার্যক্রমের সুফল দেশের সকল শ্রেণীপেশার মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে প্রয়োজনীয় সংযুক্তি (কানেক্টিভিটি) এবং অবকাঠামো গড়ে তুলতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল বিশেষ অবদান রেখেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভটি বাস্তবায়নে বিসিসির ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বেশ কয়েকটি কার্যক্রম / প্রকল্প কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। এগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

৭.১.১ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-III) থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে মেইল ডোমেইন, ওয়েব সাইট ও অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং, কো-লোকেশন সার্ভিস, ক্লাউড সার্ভিস ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৩৬টি ডোমেইনে প্রায় **৯,৩০০** (নয় হাজার তিনশত) ই-মেইল অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। ৭৩১+টি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন সার্ভিস, যেমন মেইল ডোমেইন, ওয়েব সাইট ও অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং, ভিপিএস সার্ভিস, ক্লাউড সার্ভিস ও গুগল ড্রাইভের ন্যায় জি-ড্রাইভ বা গভর্নমেন্ট ড্রাইভ সার্ভিস ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

৭.১.২ বিসিসি' সরকারের ভিডিও কনফারেন্স প্লাটফর্ম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন (গণভবন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, একনেক সভাকক্ষ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সভাকক্ষ, আইসিটি বিভাগের সভাকক্ষ ও বিসিসি'র সভাকক্ষে 4K এবং AI টেকনোলজির ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেমস স্থাপন করা হয়েছে। ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবলের বিকল্প হিসেবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর ট্রান্সপন্ডার ব্যবহারের জন্য 'সরকারের ভিডিও কনফারেন্স প্লাটফর্ম শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের আওতায় মোবাইল স্যাটেলাইট অ্যান্টেনা সম্বলিত ০২ (দুই) টি গাড়ি (ভ্যান) সংগ্রহে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

চিত্র: ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একনেক সভায় অংশগ্রহণ।

৭.১.৩ জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার: সরকারি ১৮৪৩৪টি দপ্তরের মধ্যে ১৭৬৪২ টি দপ্তরের নেটওয়ার্ক ও ওয়াইফাই এবং ৮৯৩টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম বিসিসির জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টারের মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে। **১৭৬৪২**টি সরকারি দপ্তরে ফ্রি ওয়াইফাই জোন তৈরি করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের **৩৫৩** টি ভিডিও কনফারেন্সিং-এ নেটওয়ার্ক স্থাপনসহ সকল ধরনের কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৭.১.৪ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং বেসরকারি অংশীদার সামিট কমিউনিকেশনস লিমিটেড ও ফাইবার এট হোম লিমিটেড এর মধ্যে "দেশের ২,৬০০টি ইউনিয়নে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ-স্থাপনের লক্ষ্যে তৎসংশ্লিষ্ট ইন্টারনেট অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, আপগ্রেডেশন, প্রতিস্থাপন, পরিচালনা এবং রেভিনিউ শেয়ারিং" সংক্রান্ত বিষয়ে পিপিপি চুক্তি স্বাক্ষর

চিত্র: "দেশের ২,৬০০টি ইউনিয়নে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ-স্থাপনের লক্ষ্যে তৎসংশ্লিষ্ট ইন্টারনেট অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, আপগ্রেডেশন, প্রতিস্থাপন, পরিচালনা এবং রেভিনিউ শেয়ারিং" সংক্রান্ত বিষয়ে পিপিপি চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

৭.১.৫ ইনফো-সরকার ফেজ-৩ প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত নেটওয়ার্কের আওতা বহির্ভূত দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকাসমূহের অবশিষ্ট ৬৫৩টি ইউনিয়ন কানেক্টিভিটি প্রদানের লক্ষ্যে টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকাসমূহে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। দেশের ৮টি বিভাগের নেটওয়ার্কের আওতা বহির্ভূত দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায় ৩৫০০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন এবং ৫৩৮টি PoP Renovation এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৭.১.৬ ফেব্রিকেশন ল্যাব (ফ্যাব ল্যাব): উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী আইডিয়া ফ্যাব ল্যাবে এ প্রোটোটাইপ পিসিবি (প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড) ডিজাইন ও ফেব্রিকেশন এর কাজ পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও গবেষকগণ পিসিবি ডিজাইন ও ফেব্রিকেশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রোটোটাইপ পিসিবি প্রস্তুতের সুবিধা এবং iDEA Portfolio এর অন্তর্ভুক্ত স্টার্টআপগুলি 4IR, IIoT, embedded system, Robotics ও AR/VR প্রযুক্তি সুবিধা আইডিয়া ফ্যাব ল্যাব থেকে গ্রহণ করছে;

৭.১.৭ ক্যাশলেস সোসাইটি গড়ে তোলার লক্ষ্যে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA) প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবিত 'বিনিময়' সফটওয়্যারটির নির্ভরযোগ্য অপারেশনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের premises-এ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন করা হয়েছে।

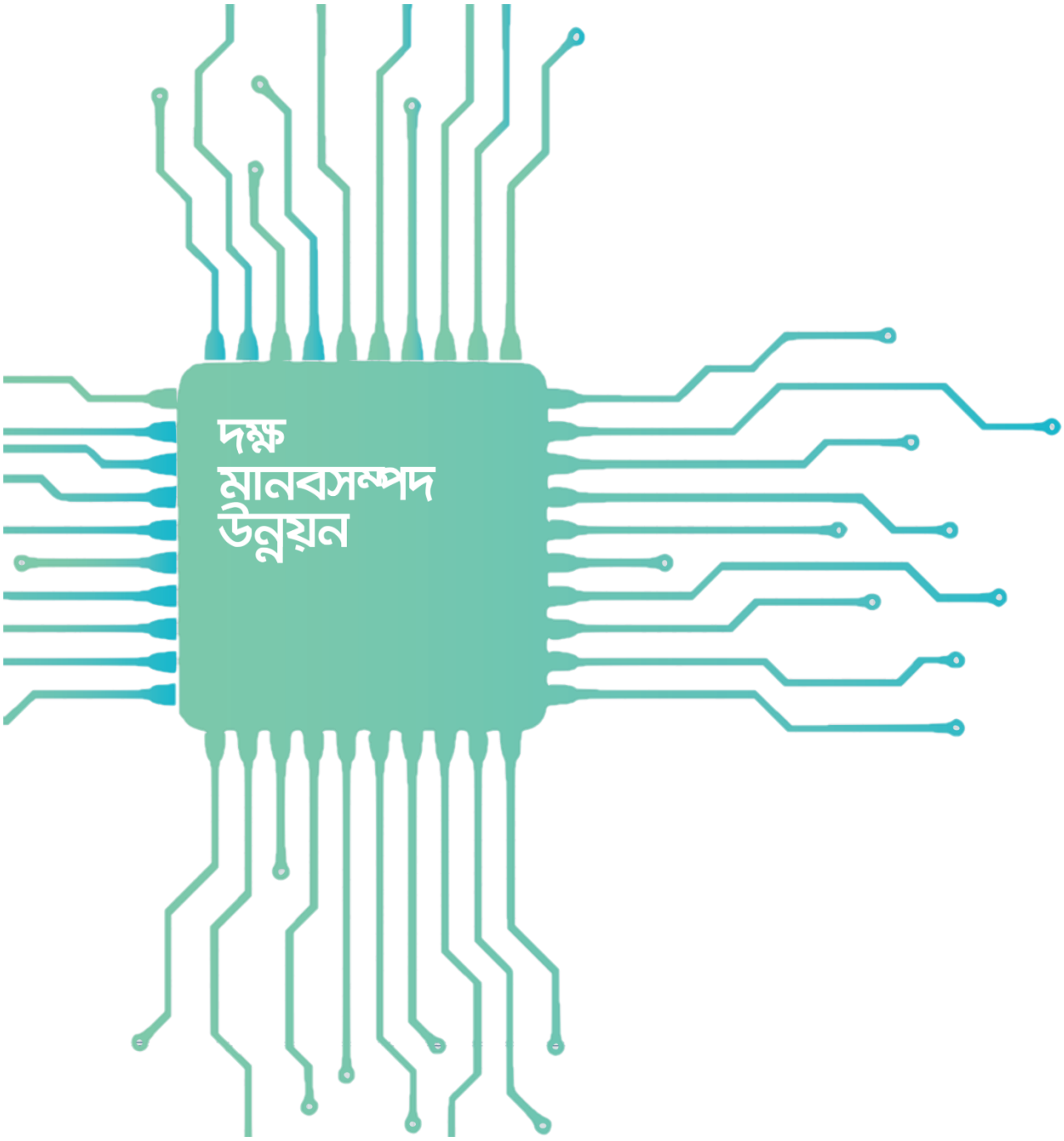
দক্ষ
মানবসম্পদ
উন্নয়ন

৭.২ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা এবং তাদের কর্মসংস্থানের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান সারাদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের কাজটি করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের উদ্যোগে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সর্বমোট **১,০৭,৯৯০ (এক লক্ষ সাত হাজার নয় শত নব্বই)** জনকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি তুলে ধরা হলো।

৭.২.১. ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিসিসির বিকেআইআইসিটি এবং ৭ টি বিভাগীয় আঞ্চলিক কেন্দ্রে হতে বর্তমান বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী ৭টি ডিপ্লোমা/পিজিডি ও ২৬টি স্বল্পমেয়াদি কোর্সের আওতায় মোট **২০৪৯ (দুই হাজার উনপঞ্চাশ)** জনকে আইসিটিবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিকেআইআইসিটি এবং ৭ টি বিভাগীয় আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে 'Essential Computer Skills' এবং 'Digital Marketing' কোর্সে মোট **৪০০** জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

৭.২.২ বিসিসি'র ডিজিটাল সরকার ও অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ (ইডিজিই) প্রকল্পের আওতায় **২০০** জন মাননীয় সংসদ সদস্য ও **৭১** জন সরকারি কর্মকর্তাগণকে 'স্মার্ট লিডারশিপ ফর স্মার্ট বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গত ০৮ জুন ২০২৩ খ্রি: তারিখে 'স্মার্ট লিডারশিপ একাডেমি' এর কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় আরও ৪০ জন কর্মকর্তাকে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের শিক্ষিত তরুণদের আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স (এআই), ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), ব্লকচেইন, বিগ ডেটা, থ্রিডি প্রিন্টিং এর মতো অগ্রসর প্রযুক্তিতে (4IR) দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য Hire and Train কর্মসূচির আওতায় ৫০৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১,৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

চিত্র: 'স্মার্ট লিডারশিপ ফর স্মার্ট বাংলাদেশ শীর্ষক' প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী সহ অংশগ্রহণকারী মাননীয় সংসদ সদস্যগণ।

৭.২.৩ স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ের প্রশিক্ষণ: 'ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন' প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে **৩,৭৬৩**টি স্কুলের প্রায় **৯৪,০৭৫** জন শিক্ষার্থীর এবং প্রায় **৪,২৯৬** জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭.২.৪ উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং এবং মেন্টরিং-এর মাধ্যমে **১৪২৭** জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যারা স্বপণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাকারী হিসেবে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করবে।

৭.২.৫ বিসিসিতে স্থাপিত সাইবার ডিফেন্স প্রশিক্ষণ সেন্টারে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীসমূহ, বাংলাদেশ পুলিশ, নির্বাচন কমিশন-এনআইডি উইং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগসহ আরও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, দেশজুড়ে সাইবার নিরাপত্তা পেশাদারগণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সহ মোট **১০২৬** জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বেসিক ও অ্যাডভান্সড সাইবার সিকিউরিটিসহ সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক আরও বিভিন্ন বিশেষায়িত কোর্স দ্বারা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ সম্পাদন করা হয়েছে।

চিত্র: গত ২৩ জুন ২০২৩ খ্রি: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত '৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সাইবার ঝুঁকি প্রতিরোধে করণীয়' শীর্ষক কর্মশালায় সুরক্ষা বিভাগের সচিব ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

৭.২.৬ সরকারের ভিডিও কনফারেন্স প্লাটফর্ম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কর্মরত ৬০০ জন কর্মকর্তাকে ভিডিও কনফারেন্সিং অপারেশন ও ট্রাবলশুটিং এবং ৫০ জন কর্মকর্তাকে স্যাটেলাইট অপারেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: সরকারের ভিডিও কনফারেন্স প্লাটফর্ম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের 'ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম' এর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ব্যাচ-১ সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আইসিটি বিভাগের প্রাক্তন সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম এবং সনদপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ।

৭.২.৭ আইটি ও নন-আইটি গ্রাজুয়েটদের IT Skill Standard নির্ধারণের জন্য IT Engineers Examination (ITEE) চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশে ITEE পরীক্ষা নিয়মিতভাবে পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে Bangladesh IT-engineers Examination Center (BD-ITEC) বিসিসি-তে স্থাপন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত **৭৯৫** জন সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে, যাদের জাপানসহ মোট ৭টি দেশে আইটি সেক্টরে চাকুরি করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৭.২.৮ ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্পের আওতায় সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বাস্তবায়নাধীন হেল্‌থ সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মডিউলসমূহের উপর হাসপাতালের ১২১ জন চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭.২.৯ বিসিসি জাতিসংঘের এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেনিং সেন্টার ফর ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ফর ডেভেলপমেন্ট (ইউএন-এপিসিআইসিটি) এর সহযোগিতায় Women IT Frontier Initiative (WIFI) কর্মসূচির আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ১১৮০ জন নারীকে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক উদ্যোক্তা হিসেবে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

৭.২.১০ ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের: E-Govennace ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়ন অংশ হিসেবে ৪ টি "কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত" প্রশিক্ষণে ১৬৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। GRS উপর শীর্ষক প্রশিক্ষণে

৬৬ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। RTI এর উপর ৬৭ জন কর্মকর্তা এবং ২৭ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২টি প্রশিক্ষণে কোর্সে বিসিসি'র মোট ৯০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। Orientation Training for 1st and 2nd class newly recruited Officer বিসিসি'র ৩৭ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করে।

৭.২.১১ সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং প্রকল্প কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে আয়োজিত মোট ৫১টি সেমিনার/কর্মশালায় মোট ৪০২১ জন সরকারি কর্মকর্তা-কমচারী অংশগ্রহণ করেন।

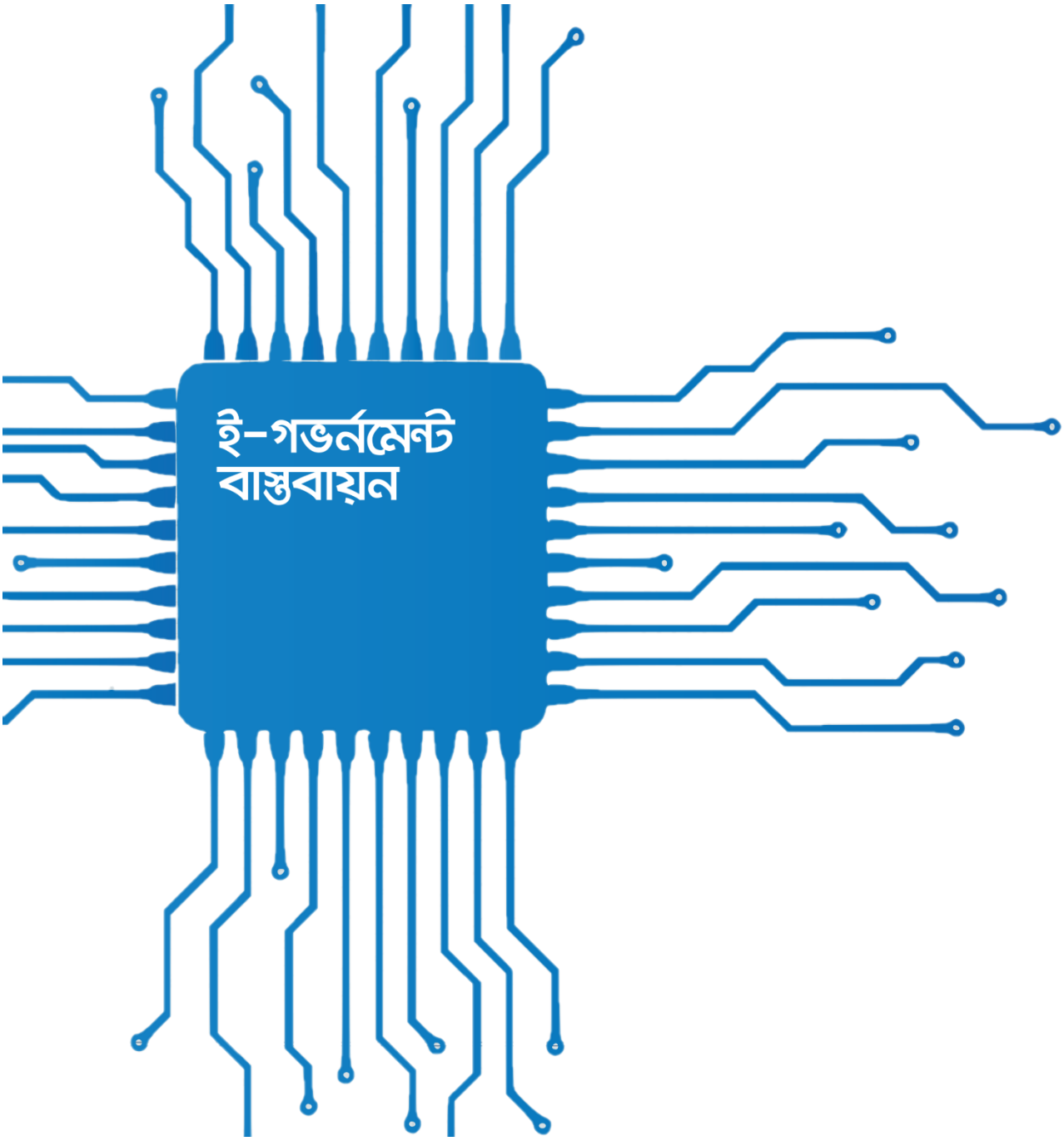
ই-গভর্নমেন্ট
বাস্তবায়ন

৭.৩ ই-গভর্ন্যান্স

সরকারি বিভিন্ন নাগরিক সেবা সহজ, উন্নত, এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে নাগরিকদের দোরগোড়ায় নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলো তুলে ধরা হলো।

৭.৩.১ BGD e-GOV CIRT: বিজিডি ই-গভ সার্ট (BGD e-GOV CIRT) হতে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে সেগুলো তুলে ধরা হলো:

৭.৩.১.১ আইটি অডিট: ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ -এর ধারা ১৬ এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালা ২০২০ -এর ধারা ১৮ অনুসারে BGD e-GOV CIRT সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবকাঠামো (CII) -এ প্রতি বছর আইটি অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

- এপর্যন্ত ২৯টি আইটি নিরীক্ষা (IT Audit) সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২০২২-২৩ সালে সর্বমোট ৯ টি অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ৬টি অডিট চলমান রয়েছে।

৭.৩.১.২ রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট: National Cyber Security Index এ বাংলাদেশ ৩৫ তম অবস্থানে রয়েছে। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো সমূহে সাইবার ঝুঁকি প্রশমনের জন্য রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে।

- CPTU, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর (DIP) এবং জাতীয় ডাটা সেন্টার এর রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- নিজস্ব Cyber Threat Intelligence (CTI) প্ল্যাটফর্মের কাজ চলমান রয়েছে;
- Bangladesh Cyber Threat Landscape 2022 প্রকাশ করা হয়েছে।

৭.৩.১.৩ ইন্সিডেন্ট হ্যান্ডেলিং:

- ২০২২-২০২৩ সালে ১৭৮ টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ৩৩৪৯টি সাইবার ইন্সিডেন্ট রেসপন্সে সহায়তা প্রদান এবং ওয়েব সাইট ও অ্যাপ্লিকেশন সমূহের Vulnerability Assessment and Penetration Test (VAPT) সম্পন্ন করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে;
- সর্বমোট ৬৫৬টি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শ, সতর্ক বার্তা এবং সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে;
- জাতীয় ব্রাউজার Torjoni মোবাইল অ্যাপস এর VAPT সম্পন্ন করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে;

৭.৩.১.৪ সাইবার সেন্সর: সরকারি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure) সমূহে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ২৯৪টি সাইবার সেন্সর রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে।

৭.৩.১.৫ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা: আন্তর্জাতিক সহযোগিতা (International Collaboration) উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ৫৫ ধারার বিধানমতে আন্ত:রাষ্ট্রীয় সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের নিমিত্ত BGD e-GOV CIRT নিম্নোক্ত বিভিন্ন সমঝোতা স্মারক সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে:

- ভারতের সার্ট CERT-In, যুক্তরাজ্যের Cyber Wales, CERT-GIB এবং কম্বোডিয়ার সার্ট -এর সাথে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সহযোগিতার লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক সম্পাদিত;
- BGD e-GOV CIRT এর সাথে কাতার ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনফরমেশন সিকিউরিটি (Q-CERT) এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক প্রক্রিয়াধীন;
- Cyber Warfare & Information Technology Directorate Operations Branch, Bangladesh Air Force এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি ও BGD e-GOV CIRT এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

চিত্র: BGD e-GOV CIRT পরিদর্শন করেন বাংলাদেশে মার্কিন দূতাবাসের ইকোনমিক অফিসার মি: জেমস গার্ডিনার, চীন -এর রাষ্ট্রদূত মি: ইয়াও ওয়েন (উপরে বাম পাশ থেকে), জাপানের রাষ্ট্রদূত মি: আইওয়ামা কিমিনোরি, সংযুক্ত আরব আমিরাতের ডিপ-টেক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড এবং Umbra System (UAE) এর চেয়ারম্যান জনাব সাইফ আল আলীলি, ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মিসেস ম্যারি মাসদুপুয়, জাপান এক্সটারনাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (JETRO) এর চেয়ারম্যান ও সিইও মি: নোবুহিকো সাসাকি (নিচে বাম পাশ থেকে)।

৭.৩.১.৬ সাইবার ঝুঁকি ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রকাশনা: BGD e-GOV CIRT এর নিয়মিত মাসিক ম্যাগাজিন এর পাশাপাশি ২০২২-২৩ সালে নিম্নোক্ত প্রকাশনাসমূহ অনলাইন CIRT SHOP (shop.cirt.gov.bd) -এ প্রকাশিত হয়েছে:

- Bangladesh Cyber Threat Landscape 2022
- GRP User Manuals of Asset, Inventory, Budget and Accounts Modules
- Ransomware Landscape Bangladesh 2022
- Critical Information Infrastructure Guideline Implementation Workbook 1.0
- Sectorial Threat Intelligence for Banks 2022
- Cybersecurity for Kids

৭.৩.২ বিসিসি'র CA লাইসেন্সের অধীনে ডিজিটাল ও ই-স্বাক্ষর ব্যবহার প্রচলন: সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পুলিশ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের Directorate General Defense Purchase (DGDP) কে ডিজিটাল স্বাক্ষর ও বিশেষায়িত ক্রিপ্টোটোকেন সরবরাহপূর্বক সকল প্রকার কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে মোট **৫৬৫** টি ডিজিটাল স্বাক্ষর ইস্যু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত **৩৫৩৭**টি ডিজিটাল স্বাক্ষর এবং **৪৮৩**টি ই-স্বাক্ষর ইস্যু করা হয়েছে। ডি-নথি ও iBAS++ সিস্টেমে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের নিমিত্ত PoC সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন ই-গভর্ন্যান্স এপ্লিকেশনসে ডিজিটাল স্বাক্ষর ও ই-স্বাক্ষর কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ম্যানুয়াল, এপিআই ডকুমেন্টেশন ইত্যাদি চালুকরণের পাশাপাশি এ বিষয়সমূহে সচেতনতা সৃষ্টির নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.৩.৩ বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA): বিজিডি ই-গভ সার্ট (BGD e-GOV CIRT) এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হচ্ছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA)। বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচারের আওতায় যে-সব উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে সেগুলো তুলে ধরা হলো:

- গত ২ মে ২০২৩ খ্রি: তারিখে বিসিসি এবং পরিচয় প্লাটফর্মের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তির আলোকে escrow account এর মাধ্যমে রেভিনিউ শেয়ারিং করা হবে;
- ২০২২-২৩ সালে জাতীয় ই-সার্ভিস বাসের মাধ্যমে NID API ২.৮০+ কোটি বার ব্যবহৃত হয়েছে। এবং বিটিআরসির CBVMP API প্রায় ৪৯ লক্ষ বার ব্যবহৃত হয়েছে;
- কোভিড ভ্যাকসিনের অনলাইন নিবন্ধনের সুরক্ষা প্ল্যাটফর্ম ই-সার্ভিস বাস ব্যবহার করছে, ১৩.৫০+ কোটি এনআইডি যাচাইসম্পন্ন হয়েছে;
- BD IT CONNECT এর USA Country Portal প্রস্তুতকরণে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২মে ২০২৩ খ্রি: তারিখে এটি উদ্বোধন করেছেন;
- বিএনডিএ সফটওয়্যার স্ট্যান্ডার্ডস ও হার্ডওয়্যার স্পেসিফিকেশন হালনাগাদ করা হয়েছে;
- jobs.gov.bd এর জন্য Quota Calculator প্রস্তুত করা হয়েছে;
- APA কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্প ট্র্যাকিং সিস্টেমে ADP-এর অগ্রগতি মনিটরিং ফিচার সমূহ সংযোজনের কাজ চলমান রয়েছে;
- সম্প্রতি মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের NIS Software-টি বিনডিএ ফ্রেমওয়ার্কের সাপেক্ষে Architecture Review সম্পন্ন করা হয়েছে;
- বোরো ২০২৩ মৌসুমের অনলাইনে ধান-চাল সংগ্রহ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রদান করা হচ্ছে;
- NID Rest API ব্যবহার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের Integrated Digital Service Delivery প্ল্যাটফর্ম বর্তমানে NID এর নতুন Rest API ব্যবহার শুরু করেছে। BTRC এর CBVMP API-এ পরিবর্তনজনিত কারণে সংশোধিত চুক্তি পুনরায় স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৭.৩.৪ সফটওয়্যার কোয়ালিটি নিশ্চিতকরণ, পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার: সফটওয়্যার এর গুণগত ও আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ করার নিমিত্ত উক্ত সেন্টার হতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ৩৬ টি সফটওয়্যার এবং ১৮৯টি আইটি ডিভাইস (হার্ডওয়্যার) টেস্টিং সম্পন্ন করা হয়েছে।

৭.৩.৫ 'গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিভিত্তিক বাংলা বানান পরীক্ষক 'সঠিক' ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলক ভার্সন হিসেবে উন্মুক্ত করা হয়েছে। ৫টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ভাষার কিবোর্ড: চাকমা, মারমা, ম্রো, সানতালি এবং তঞ্চঘ্যা এবং ইউনিভার্সাল কিবোর্ড প্রস্তুত করা হয়েছে, যা উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া, বাংলা জাতীয় করপাস, বাংলা ইশারা ভাষা (সাইন ল্যাংগুয়েজ) সফটওয়্যার, স্পিচ টু টেক্সট, টেক্সট টু স্পিচ সফটওয়্যারসহ বাকি কম্পোনেন্টগুলোর কাজ চলমান রয়েছে।

৭.৩.৬ ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম (আইডিটিপি) 'বিনিময়': গত ১৩ নভেম্বর ২০২২ বিনিময় /Interoperable Digital Transaction Platform (IDTP) এর উদ্বোধন করা হয়। উক্ত ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম (আইডিটিপি)/'বিনিময়' প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থ লেনদেন, স্থানান্তর, ই-কমার্স, এম-কমার্স, বিল পেমেন্ট, মার্চেন্ট পেমেন্ট, রেমিটেন্স আদান প্রদান, মেশিন-টু-মেশিন পেমেন্ট ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও ক্যাশলেস সোসাইটি তৈরির জন্য বিশেষভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

চিত্র: গত ১৩/১১/২০২২ খ্রি: তারিখে 'বিনিময়' উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ।

৭.৩.৭ হাসিনা এন্ড ফ্রেন্ডস ওয়েব প্লাটফর্ম: গত ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রি: তারিখ হাসিনা এন্ড ফ্রেন্ডস ওয়েব প্লাটফর্মটি (www.hasinaandfriends.gov.bd) উদ্বোধন করা হয়। প্লাটফর্মটি অধিক ইউজার ফ্রেন্ডলি এবং কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এতে আরও নতুন ফিচার যেমন- Gamification and Education এবং ২২টি ঐতিহাসিক স্থানের উপর VR Component যুক্ত করা হয়েছে যার মাধ্যমে উক্ত স্থান সমূহের ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, শিক্ষা ও ঐতিহ্যগত এবং শৈল্পিক গুরুত্ব তুলে ধরা হবে।

চিত্র হাসিনা এন্ড ফ্রেন্ডস ওয়েব প্লাটফর্ম (www.hasinaandfriends.gov.bd) এর স্ক্রিনশট।

৭.৩.৮ জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার তর্জনী : সহজে ইন্টারনেট ব্যবহারে সহায়তা করতে জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার (তর্জনী) সম্পূর্ণ বাংলাতে তৈরি করা হয়েছে। দুর্দান্ত গতি, অধিক নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার নীতি, কাস্টমাইজেশনের সুবিধা সমূহ তর্জনী ব্রাউজারকে করে তুলেছে স্মার্ট। ইতোমধ্যে জাতীয় মোবাইল ব্রাউজারটি (তর্জনী) ১০০০০+ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী (অ্যাপল এবং গুগল প্লে স্টোর) প্ল্যাটফর্ম থেকে ডাউনলোড করে ব্যবহার করছে। ০৭ই মার্চ ২০২৩ খ্রি: মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ মোবাইল ব্রাউজারটি উদ্বোধন করেন।

চিত্র: জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার তর্জনী এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি।

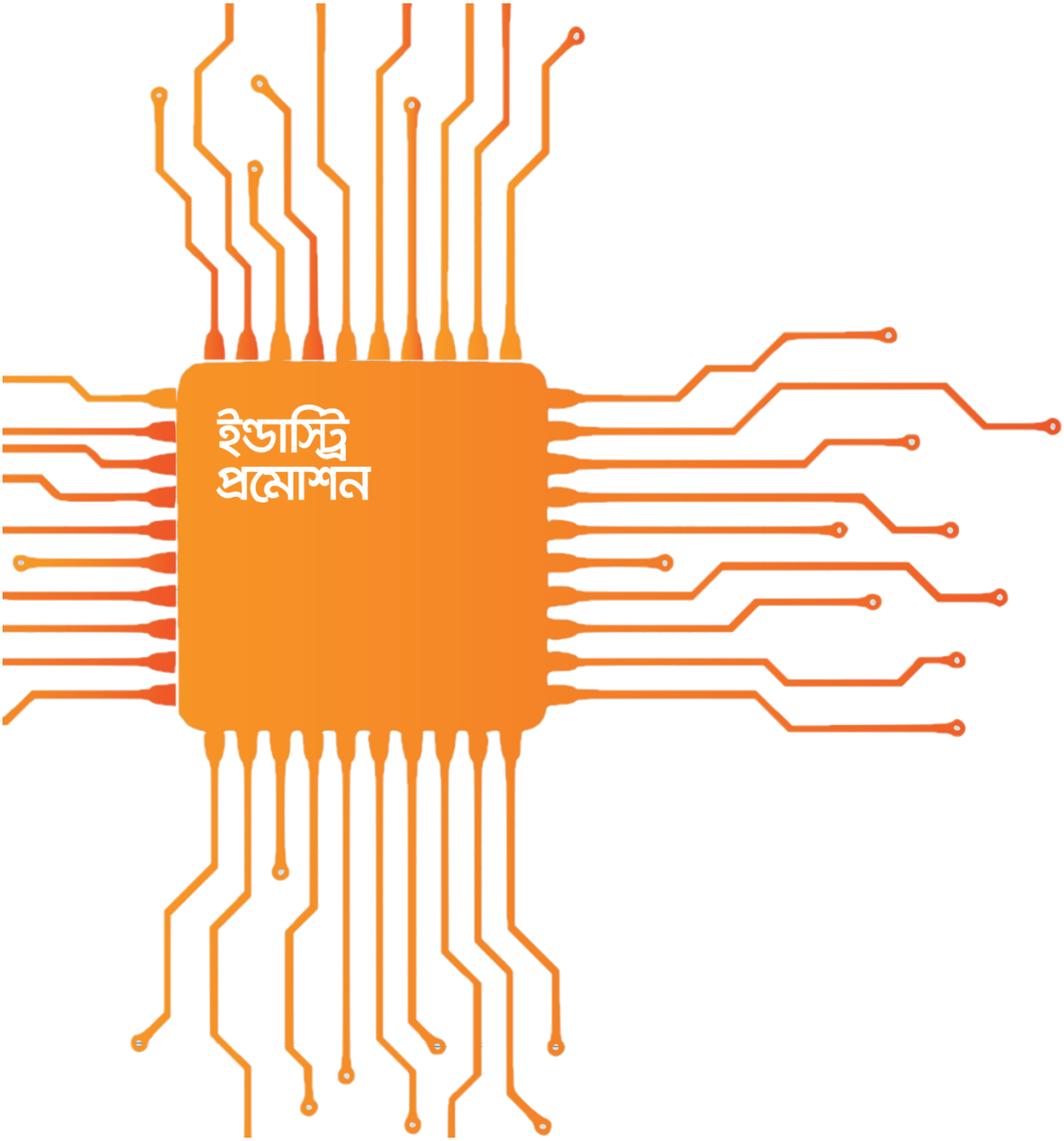
ইন্ডাস্ট্রি
প্রমোশন

৭.৪ তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়ন

৭.৪.১ বাংলাদেশ আইটি কানেক্ট পোর্টাল: যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক কোম্পানিসমূহের সাথে বাংলাদেশের কোম্পানিসমূহের বাণিজ্য প্রসারের জন্য পৃথক পৃথক ৫টি "বাংলাদেশ আইটি কানেক্ট পোর্টাল" তৈরি করে উদ্বোধন করা হয়েছে।

৭.৪.২ উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA) প্রকল্পের আওতায় সিলেকশন কমিটি কর্তৃক প্রি-সীড স্টেজে এ পর্যন্ত ৩৩৩টি ইনোভেটিভ স্টার্টআপকে অনুদান প্রদানের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ২০ জন স্টার্টআপ প্রত্যেককে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা করে মোট ২ (দুই) কোটি টাকা অনুদান প্রদান করার সুপারিশ করা হয়। 'বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্ট ২০২৩' প্রতিযোগিতার যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন ২ জন স্টার্টআপকে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা করে ১ (এক) কোটি টাকা এবং ৫০ জন স্টার্টআপকে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা করে মোট ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৭.৪.৩ এসএমইকে অনুদান প্রদান: এসএমই খাতে নারীর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। স্টার্টআপদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান (এসএমই), উদ্যোক্তা, বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান, উন্নয়ন, এবং তাদের ব্যবসাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে "স্মার্ট নারী উদ্যোক্তা অনুদান প্রদান" শীর্ষক উদ্যোগ গ্রহণ করে আইডিয়া প্রকল্প। মহীয়সী ও অদম্য সাহসী নারী বঙ্গমাতা এঁর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৫০ জন নারী উদ্যোক্তার প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে মোট ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার অনুদান আইডিয়া প্রকল্প হতে প্রদান করা হয়েছে। 'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA)' প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ২০০০ জন নারী উদ্যোক্তার প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে মোট ১০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: স্মার্ট নারী উদ্যোক্তা অনুদান প্রদান অনুষ্ঠান ২০২২ এর প্রধান অতিথি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি সহ অন্যান্য অতিথিদের সাথে নারী উদ্যোক্তা প্ল্যাটফর্মের প্রতিনিধিগণ।

৭.৫ পরামর্শ সেবা

দেশের সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের কার্যপদ্ধতি আরো উন্নত ও গতিশীল করতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত সহায়ক। বিগত কয়েক বছরে সরকারি পর্যায়ে কম্পিউটারায়ন কার্যক্রমে গতি সঞ্চারের জন্য এ পদক্ষেপ অত্যন্ত সময়োপযোগী। সরকারি বিভাগ ও সংস্থাসমূহে এ কার্যক্রমকে সফল করে তোলার জন্য বিশেষজ্ঞ এবং তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের ঘাটতি রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সংসদ সচিবালয়, ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সরকারি অফিস/সংস্থা সহ মোট ৯০টি প্রতিষ্ঠানকে বিসিসি পরামর্শ ও সেবা প্রদান করেছে।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৮. বিসিসিতে বর্তমানে নিম্নলিখিত ০৯ (নয়) টি প্রকল্প চলমান রয়েছে

- ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ ৩ (ইনফো সরকার) প্রকল্প;
- BGD e-GOV CIRT এর সক্ষমতা বৃদ্ধি (Strengthening of BGD e-GOV CIRT) শীর্ষক প্রকল্প;
- উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ (Innovation Design and Entrepreneurship Academy-iDEA) শীর্ষক প্রকল্প;
- গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ শীর্ষক প্রকল্প;
- বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প;
- সরকারের ভিডিও কনফারেন্স প্লাটফর্ম শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প;
- Enhancing Digital Government and Economy (EDGE) প্রকল্প;
- টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকাসমূহে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) শীর্ষক প্রকল্প;
- ডিজিটাল সিলেট সিটি শীর্ষক প্রকল্প।

৮.১ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

<table>
<tr><td>নাম</td><td colspan="2">জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প</td></tr>
<tr><td>মেয়াদ</td><td colspan="2">জানুয়ারি ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০২৩</td></tr>
<tr><td>প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>অর্থের উৎস</td><td>পরিমাণ</td></tr>
<tr><td></td><td>জিওবি</td><td>৯১৪,০০.৭৬</td></tr>
<tr><td></td><td>বৈদেশিক সাহায্য</td><td>১২২৭৪১.৪৯</td></tr>
<tr><td></td><td>মোট</td><td>২১৪১,৪২.২৫</td></tr>
</table>

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ২৬০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট অবকাঠামো স্থাপন;
- বাংলাদেশ পুলিশের ১,০০০ টি অফিসের মধ্যে VPN সংযোগ স্থাপন;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে ২৬,০০০ সরকারি অফিসে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান;
- জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫ এর লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের গ্রামীণ সম্প্রদায়ের জন্য ই-সেবাগুলিতে (e-Service) অনুপ্রবেশ নিশ্চিতকরণ;
- আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- দেশের ৬০ শতাংশ জনগণের ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিতকরণ;
- কারিগরি জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে যোগ্যতা বৃদ্ধি;

- ইউনিয়ন পর্যায় হাইস্পিড ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান;
- ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে (ইউডিসি) হাইস্পিড ইন্টারনেট সংযোগ;
- শহর এবং গ্রামের ডিজিটাল বৈষম্য দূরীকরণ;

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের আওতাধীন ২৬০০ ইউনিয়নের সকল ইউনিয়নের সংযোগ সম্পন্ন এবং সচল রয়েছে;
- ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের আওতাধীন ১০০০ পুলিশ অফিসের ভিপিএন সংযোগ সচল রয়েছে;
- PPP আইন-২০১৫ এর ১৫ ধারা এবং জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প বিধিমালা ২০১৮ এর নির্দেশনা মোতাবেক ১২৯৩ এবং ১৩০৭টি ইউনিয়নের ২টি প্যাকেজের জন্য উন্মুক্ত পদ্ধতিতে বেসরকারি অংশীদার নির্বাচনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

চিত্র: গত ২২ নভেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এম. পি. এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি, সহ বিশেষ অতিথিবৃন্দ।

৮.২ BGD e-GOV CIRT এর সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	BGD e-GOV CIRT এর সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২৪	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	১৪৬৭১.০৫

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ অনুচ্ছেদ-৯ পূরণকল্পে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত BGD e-GOV CIRT এর সক্ষমতা ও কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- জাতীয় ডাটা সেন্টারে রক্ষিত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভান্ডারকে সাইবার আক্রমণ হতে রক্ষা করা;
- সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো Critical Information Infrastructure (CII) সমূহকে উদ্ভূত সাইবার ঝুঁকি বিষয়ে সতর্কীকরণ ও রক্ষা করা;
- সাইবার নিরাপত্তা কার্যক্রম জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কম্পিউটার Incident Management ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সরকারি দপ্তরে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- সাইবার থ্রেট ইন্টেলিজেন্স কার্যক্রম: বৈশ্বিক সাইবার থ্রেট সম্পর্কে সর্বমোট ৩১১টি সাইবার থ্রেট ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট' প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত প্রতিবেদন রয়েছে। Cyber Threat Intelligence & Incident Response Center স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সাইবার ঝুঁকি ও হুমকিসমূহ সার্বক্ষণিক মনিটর ও প্রতিকারের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।
- অ্যাডভান্সড **ডিজিটাল ফরেনসিক:** ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ধারা ১০ ও ১১ অনুযায়ী ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন ও মান **নিয়ন্ত্রণের** লক্ষ্যে BGD e-GOV CIRT প্রস্তুতকৃত 'ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব গাইডলাইন ২০২২' সংশোধিত গাইডলাইনটি গেজেট আকারে প্রকাশের জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ল্যাব হতে আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহকে অ্যাডভান্সড ডিজিটাল ফরেনসিক সুবিধা প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ সালে ৪৫টি মামলায় ৪০৭টি নমুনা / আলামতের ডিজিটাল ফরেনসিক সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি), এমআইএসটি এবং আইসিটি ডিভিশনে সাইবার সিকিউরিটি, ডিজিটাল ফরেনসিক ও জনসচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি শীর্ষক কর্মশালায় অস্ট্রেলিয়ান ডেপুটি হাই কমিশনার এবং আইসিটি বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

- ২০২২-২৩ সালে ৭টি সেমিনার/ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৬৮০ জন।
- ৩১ অক্টোবর ২০২২ হতে ০৩ নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত BGD e-GOV CIRT এর কর্মকর্তাদের 'অ্যাডভান্সড ইনসিডেন্ট হ্যান্ডলিং' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন Carnegie Mellon University, USA হতে আগত ৩ জন প্রশিক্ষক।
- **Digital Diplomacy কার্যক্রম:** BGD e-GOV CIRT কর্তৃক সাইবার নিরাপত্তার লক্ষ্যে পরিচালিত সকল কার্যক্রমের documentation যথাযথভাবে প্রকাশ করা হয় এবং আইটিইউ গ্লোবাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্সে

অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্য সমূহ আইসিটি বিভাগের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে আইটিইউ গ্লোবাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্স (জিসিআই) ২০২০ এ বাংলাদেশের অবস্থান ২৫ ধাপ অগ্রসর হয়ে বর্তমানে ৫৩তম স্থানে অবস্থান করছে।

- **কর্মকৌশল, নির্দেশিকা ইত্যাদি প্রণয়ন (ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ৬০ ধারা অনুযায়ী):** BGD e-GOV CIRT টিম ও অন্যান্য অংশীজনের সমন্বিত কার্যক্রমের ফলে নিম্নোক্ত কর্মকৌশল (Strategy), নির্দেশিকা (Guideline) ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে।
    - গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (CII) ডিজিটাল নিরাপত্তা গাইডলাইন ২০২২;
    - ডিজিটাল ফরেনসিক গাইডলাইন ২০২২ (খসড়া)।
- আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.৩ উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২৩	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	২৭১৬৫.০০

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশে একটি উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম এবং উদ্যোক্তা বান্ধব সংস্কৃতি তৈরি;
- মেধা সম্পদ সংরক্ষণ;
- প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা সংস্কৃতির উন্নয়ন;
- তরুণ উদ্ভাবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- উদ্ভাবনী আইডিয়াসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রদান;
- জনস্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থে উদ্ভাবনী আইসিটি পণ্য ও সেবা তৈরি;
- উদ্ভাবনী পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ এবং ব্রান্ডিং এ সহায়তা প্রদান;
- উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা;
- ৪০০ উদ্ভাবনী আইসিটি পণ্য ও সেবা তৈরিতে সহায়তা প্রদান;
- স্টার্টআপ কোম্পানিসমূহে সরকারের পক্ষে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠন;
- ১০০ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইনোভেশন পাইপলাইন তৈরি;
- ২০০০ জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণকে অনুদান প্রদান।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- iDEA প্রকল্পের আওতায় সিলেকশন কমিটি কর্তৃক প্রি-সীড স্টেজে এ পর্যন্ত ৩৩৩টি ইনোভেটিভ স্টার্টআপকে অনুদান প্রদানের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।

- এসএমই নারী উদ্যোক্তাদের অনুদান প্রদান: প্রকল্প দলিলে ২০০০ জন এসএমইকে এককালীন ৫০,০০০ টাকা করে অনুদান প্রদানের সংস্থান রয়েছে। তন্মধ্যে ১৯৭৭ জন নারী উদ্যোক্তাকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টিভিশন প্রোগ্রাম সংক্রান্ত: দেশের ৪৬টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিশন প্রোগ্রাম সম্পন্ন হয়েছে।
- স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গঠনে ইন্ডাস্ট্রি কোলাবরেশন ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর: জুন ২০২৩ পর্যন্ত দেশীয় স্টার্টআপদের কল্যাণে iDEA প্রকল্প মোট ৩২টি প্রতিষ্ঠান -এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে।
- আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.৪ গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২৪	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	১৫৮৯৬.৬৯

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- বাংলা ভাষার জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে (ওয়েব, মোবাইল, কম্পিউটার) ব্যবহারযোগ্য ৪০টি সফটওয়্যার/টুলস/ রিসোর্স উন্নয়ন করা, যাতে ডিজিটাল মাধ্যমে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে। একই সঙ্গে ভ্যালুয়েবল রিসোর্স তৈরির মাধ্যমে বিশ্বে বিভিন্ন পর্যায়ে ও প্রতিষ্ঠানে (যেমন জাতিসংঘ) বাংলা ভাষার অবস্থানকে আরো উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ করা।
- গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে নেতৃস্থানীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করা।
- আইসিটি সহায়ক বাংলা ভাষার বিভিন্ন ফিচার প্রমিতকরণ।
- বাংলা কম্পিউটিং এর জন্য টুলস উন্নয়ন, টেকনোলজিস ও বিষয়বস্তু উন্নয়ন।
- আইসিটির ক্ষেত্রে বাংলা সমৃদ্ধকরণ উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের নিমিত্ত পরীক্ষা, জরিপ এবং গবেষণা পরিচালনা করা।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিভিত্তিক বাংলা বানান সংশোধক:** বাংলা বানান সংশোধনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিভিত্তিক বাংলা বানান সংশোধক 'সঠিক' গত ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে পরীক্ষামূলক ভার্সন উন্মুক্ত করা হয়েছে। এই সফটওয়্যার ব্যবহারে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানান বিধি ও প্রমিত বানান অভিধানকে অনুসরণ করা হয়েছে। 'সঠিক' বানান সংশোধক হলো বাংলা ভাষার শব্দ, বাক্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে সম্পাদনা করার সফটওয়্যার। এই সফটওয়্যার কেবল ভুল বানান শনাক্ত করবে তা নয়, বরং স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধনের পরামর্শ দেবে। সফটওয়্যারটি বিভিন্ন ধরনের এরর যেমন নন-ওয়ার্ড এরর, রিয়েল ওয়ার্ড এরর শনাক্ত করতে পারে। এ ছাড়া প্রায়ই যে-সব বানান ভুল হয়, সেসব বানানসহ অসতর্কতাবশত লেখা 'টাইপো' দ্রুত শনাক্ত করতে পারে। তবে একটি শব্দের বানান শুদ্ধ হলেও ওই পরিস্থিতিতে শব্দটি ভুল হলে অ্যাপ্লিকেশন একে ভুল হিসেবে শনাক্ত করবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি হওয়ায় এর

রয়েছে কনটেক্সচুয়াল এরর চেকিংসহ বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় ফিচার; যা একাডেমি প্রকাশনা, মুদ্রণ জগৎসহ অনলাইনে শুদ্ধ বানানে লেখার অভিজ্ঞতা বদলে দেবে।

- **৫টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ভাষার কিবোর্ড:** বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মাতৃভাষার অনেকগুলো বিপন্ন। এই ভাষাগুলো রক্ষা করতে হবে এবং বিকশিত করার সুযোগ দিতে হবে। সরকার সম্প্রতি এসব বিপন্ন ভাষা ডিজিটাইজড করার উদ্যোগ নিয়েছে। এরই লক্ষ্যে ৫টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা, যথা- চাকমা, মারমা, ম্রো, সানতালি এবং তঞ্চঘ্যা এর কিবোর্ড প্রস্তুত করা হয়েছে। এরফলে এসব ভাষাভাষিগণ তাদের নিজস্ব ভাষায় কম্পিউটার বা মোবাইলে লেখালেখি করতে হবে। প্রস্তুতকৃত কিবোর্ডগুলো উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ভাষার কিবোর্ড প্রস্তুত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চিত্র: অমর একুশে বইমেলায় মাসব্যাপী অ্যাক্টিভেশন কার্যক্রমে বাংলার স্টলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি।

- **অমর একুশে বইমেলায় মাসব্যাপী অ্যাক্টিভেশন কার্যক্রম:** প্রতিবছরের ন্যায় এবারও প্রকল্পের উদ্যোগে অমর একুশে বইমেলায় স্টল স্থাপনের মাধ্যমে মাসব্যাপী অ্যাক্টিভেশন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। স্টলে প্রকল্পে আওতায় উন্নয়নকৃত সফটওয়্যার সমূহের পরীক্ষামূলক ভার্সন সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয় এবং ব্যবহারকারীদের মতামত গ্রহণ করা হয় যা পরবর্তীতে সফটওয়্যারকে অধিকতর ব্যবহারকারীবান্ধব করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।
- **বাংলা স্টাইল গাইড প্রণয়ন:** বাংলা স্টাইল গাইড প্রণয়ন: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ' প্রকল্পের আওতায় তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা বর্ণ/ক্যারেকটার প্রমিতকরণ, বাংলা সর্টিং অর্ডার প্রমিতকরণ, ইঙ্গিত ভাষা/সাইন ল্যাংগুয়েজ প্রমিতকরণ, বিরাম চিহ্ন প্রয়োগ-রীতি প্রমিতকরণ, ওয়েবে ও মুদ্রণ জগতে টাইপোগ্রাফিকাল স্টাইল শিট প্রমিতকরণ, প্রকাশনায় অন্যভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার ব্যবহারের রীতি (ইংরেজি, আরবি, সংস্কৃত, চাকমা প্রভৃতি) নির্ধারণ, বাংলা গ্রোসারি, টীকা ব্যবহারের রীতি (ফুটনোট ও এন্ডনোট), গ্রন্থপঞ্জি ও নির্ঘণ্ট লেখার নিয়ম নির্ধারণসহ লিপি ও ভাষাসংক্রান্ত প্রযুক্তি জগতে প্রয়োগযোগ্য সকল মান প্রমিতকরণের কাজ চলমান রয়েছে। গত ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ ঘটিকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে কর্মদলসমূহের সদস্য ও অংশীজনবৃন্দ অংশগ্রহণে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এরই আলোকে ইতোমধ্যে চারটি বিষয়ের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং গাইডলাইন আকারে ক্লোজ গ্রুপে পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে। শীঘ্রই এসব মান উন্মুক্ত করা হবে।

চিত্র: বাংলা স্টাইল গাইড বিষয়ক কর্মশালায় উপস্থিত দেশের বিজ্ঞ শিক্ষাবিদ, গবেষক, লেখক, সাংবাদিকসহ গুণীজন।

- আর্থিক অগ্রগতি ১০০ % এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.৫ বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন প্রকল্প	
মেয়াদ	মার্চ ২০১৮ - জুন ২০২৩	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	১৪৪৪৭.৫৬

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সরকারে কর্মরত সকলের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও তথ্য সংরক্ষণ সেবা;
- তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনসাধারণকে সাইবার নিরাপত্তার বিষয়ে অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ;
- উন্মুক্ত তথ্যে ডাটা অ্যানালাইসিস (Open Data Analytics) সক্ষমতা ও অবকাঠামো স্থাপন;
- ইন্টারনেটে তথ্যের মাধ্যমে বিদ্যমান পরিস্থিতির মধ্যে সরকারের কর্মকর্তা / কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- নিরাপদ ই-মেইল ও তথ্য সংরক্ষণ সেবা: সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরাপদ ই-মেইল এবং তথ্য সংরক্ষণ সেবার সক্ষমতা ৩ লক্ষ ইতোমধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় ৬৯৯টি ডোমেইনে প্রায় ১,৪৯,১৫২ (এক লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার একশত বায়ান্ন) ব্যবহারকারীকে এই সেবার আওতায় সংযুক্ত করা হয়েছে।

চিত্র: ডিজিটাল লিটারেসি ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি আইসিটি বিভাগের প্রাক্তন সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম এবং অংশগ্রহণকারী গণমাধ্যমকর্মী।

- ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার কার্যক্রম: ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার কার্যক্রম: দেশের সকল নাগরিক বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল লিটারেসি শেখানো, যেন তারা নিরাপদে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ ও সচেতন হয়ে উঠতে পারে। ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টারের উদ্যোগে প্রাইমারি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল লিটারেসি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণ কোর্সে আছে সাইবার বুলিং প্রতিরোধ, হ্যাকিং ও ফিশিং থেকে সুরক্ষা, ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট নিরাপদ রাখা, ভুয়া তথ্য ও ফেক নিউজ, গুজব চিহ্নিতকরণ, ফেক আইডি ও ফেক ওয়েবসাইট চিহ্নিতকরণ, অনলাইন প্রতারণা থেকে বাঁচার উপায়, শক্তিশালী পাসওয়ার্ড তৈরি ও অ্যাকাউন্ট সুরক্ষা, ডিজিটাল আইন, কপিরাইট আইন, অনলাইনে গ্রহণীয় ও বর্জনীয় আচরণ প্রভৃতি।
- ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার কার্যক্রমের আওতায় ৫০ জন গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য ডিজিটাল লিটারেসি ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং "জনতার সরকার" (Janatar Sarkar) সিটিজেন ইন্টারেক্টিভ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটিতে তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণ ও এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালা ৩০ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।
- আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.৬ সরকারের ভিডিও কনফারেন্স প্লাটফর্ম শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের পরিচিতি

নাম	সরকারের ভিডিও কনফারেন্স প্লাটফর্ম শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৪	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	৪৭৩৪.১২

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ ব্যবহার করে বর্তমান ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেমটির মাধ্যমে দুর্গম এলাকা ভিডিও কনফারেন্সিং সেবার আওতাভুক্ত করা এবং ভিডিও কনফারেন্সিং পরিচালনায় প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল তৈরি করা।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর ট্রান্সপন্ডার ব্যবহারের জন্য মোবাইল স্যাটেলাইট অ্যান্টেনা সম্বলিত ০২ (দুই) টি গাড়ি (ভ্যান) সংগ্রহে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে;
- আউটডোর প্রোগ্রামের জন্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে ;
- প্রকল্পের অধীনে আউটসোর্সিং এবং ০৩ ধরনের পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে;
- আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

চিত্র: বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্স।

৮.৭ ডিজিটাল সরকার ও অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ (ইডিজিই) প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের পরিচিতি

নাম	ডিজিটাল সরকার ও অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ (ইডিজিই) প্রকল্প	
মেয়াদ	জানুয়ারি ২০২২ - ডিসেম্বর ২০২৬	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	৩,৪৫৯.১৫
	বৈদেশিক সাহায্য (আরপিএ)	২৫০,৭০৫.৮২
	মোট	২৫৪,১৬৪.৯৭

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সহায়ক সিস্টেম ও অবকাঠামো তৈরি;
- ডিজিটাল তথ্য ও প্রযুক্তি খাতের রপ্তানি সম্প্রসারণ ও আয় বৃদ্ধি;
- ডিজিটাল অর্থনীতির সহায়ক পরিবেশ তৈরি এবং বিকাশের জন্য নীতিমালা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলার কৌশল নির্ধারণ ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি ও চাকরির সুযোগ সৃষ্টি;
- বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি ডিজিটাল লিডারশিপ একাডেমি স্থাপন;
- পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরের ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ডিজিটালাইজেশন;
- ডিজিটাল অর্থনীতি প্রসারের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান;
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী গবেষণা ও উদ্ভাবন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৫ টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহকে বেগবান কারার জন্য ১৬টি কর্মশালা/সেমিনার/আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে;
- স্মার্ট লিডারশিপ একাডেমি (SLA) ও Center for 4IR প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৬,৫০০ বর্গফুটের অফিস স্পেস মাসিক ভিত্তিতে ভাড়া করা হয়েছে;
- জাতীয় চাকুরি বাতায়ন ও সরকারের জন্য ক্লাউড সেবা প্রভৃতি কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শক/সরবরাহকারী নিয়োগের কার্যক্রম ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- আর্থিক অগ্রগতি: ৯৯.৭২% এবং বাস্তব অগ্রগতি: ১০০ %।

চিত্র: 'Data Driven Decision Making' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি আইসিটি বিভাগের সচিব জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন এবং বিসিসির নির্বাহী পরিচালক জনাব রণজিৎ কুমার, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ অংশগ্রহণকারীগণ।

৮.৮ টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকাসমূহে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের পরিচিতি

নাম	টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকাসমূহে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) প্রকল্প	
মেয়াদ	অক্টোবর ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২৩	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	এসওএফ	৫০৪৪৩.৩১

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ইউনিয়নের সকল স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা, গ্রোথ সেন্টার, টেলিকম অপারেটর ইত্যাদি স্থানে নেটওয়ার্ক সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি)-এর নেটওয়ার্ক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি ই-সেবাসমূহ পৌঁছানোর অবকাঠামো সৃষ্টি;
- আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে ই-কমার্স, ই-সার্ভিস, টেলিমেডিসিন প্রসারে সহযোগিতা করা;
- ৬৫৩টি ইউনিয়নে ডিজিটাল বিভাজন বৈষম্য দূরীকরণ।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- সারাদেশে ৮টি বিভাগে প্রকল্পের ৩৫০০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে;
- সারাদেশে ৮টি বিভাগে প্রকল্পের ৫৩৮টি PoP Renovation'র কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট PoP Renovation'র কাজ চলমান রয়েছে;
- সারাদেশে ৮টি বিভাগে প্রকল্পের Active Network Equipment স্থাপনের কাজ চলছে।
- বাংলাদেশ কেবল শিল্প লি. খুলনা থেকে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (DPM) অনুসরণ করে ৮১০৬ কি.মি. যার মধ্যে ৪৮ কোর ৫১০৫ কি.মি. এবং ২৪ কোর ৩০০০ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ক্রয়ের নিমিত্ত ক্রয় চুক্তি করা হয়েছে এবং বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে বিভিন্ন সাইটে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল সরবরাহ করা হচ্ছে;
- ফার্নিচার, অফিস স্টেশনারি, অফিস ইকুইপমেন্ট, আউটসোর্সিং, গাড়িভাড়া ইত্যাদি দরপত্রের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে;
- আর্থিক অগ্রগতি: ৪৬.৯৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি: ৭০.০০ %।

৮.৯ ডিজিটাল সিলেট সিটি (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	ডিজিটাল সিলেট সিটি (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	
মেয়াদ	নভেম্বর ২০১৭-জুন ২০২৪	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	৩০২০.০০

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সিলেটবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
- আইপি ক্যামেরা ভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থা উন্নয়ন;
- ফ্রি ওয়াই-ফাই জোন স্থাপনের মাধ্যমে জনগণকে ফ্রি ইন্টারনেট সেবা প্রদান;
- সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য হসপিটাল হেল্‌থ ম্যানেজমেন্ট অটোমেশন চালুকরণ।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- প্রকল্পের আওতায় সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বাস্তবায়নাধীন হেল্‌থ সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (১) Registration (Online & Walk-In Patients) (২) OPD (৩) Emergency (৪) Laboratory (৫) Pathology (৬) Radiology (৭) Blood Bank (৮) PACS Management (৯) Medical Devices Integration (MDI) (১০) Pharmacy Management (১১) Human Resource Management (১২) Back Office Management (১৩) Electronic Health Record (EHR) মডিউলসমূহ উন্নয়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বাস্তবায়নাধীন হেল্‌থ সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের জন্য কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্কিং যন্ত্রপাতি এবং মডিউলার ডাটা সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে;
- আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

চিত্র: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থাপিত মডিউলার ডাটাসেন্টার পরিদর্শন।

বিসিসি কর্তৃক আয়োজিত ইভেন্ট

৯. তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, আয়োজন এবং অর্জন

তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে দেশের শিশু-কিশোর ও তরুণ প্রজন্মকে আগ্রহী করে তুলতে এবং তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল নিয়মিতভাবে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক জাতীয়-আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। এসব প্রতিযোগিতা সফলভাবে আয়োজন, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ এবং উল্লেখযোগ্য অর্জন বাংলাদেশকে বিশ্ব-দরবারে নতুন করে পরিচিতি দিয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক প্রতিযোগিতা, আয়োজন এবং অর্জন তুলে ধরা হলো:

৯.১ ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (আইসিপিসি) ২০২২

গত ৬ থেকে ১১ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে ৪৫তম ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (আইসিপিসি) ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা' এশিয়া মহাদেশের চতুর্থ দেশ হিসেবে বাংলাদেশে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে জাপান, চীন ও থাইল্যান্ডে প্রতিযোগিতাটির ওয়ার্ল্ড ফাইনাল আয়োজিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) নির্বাহক এজেন্সি ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) হোস্ট ইউনিভার্সিটি হিসেবে এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সুবর্ণজয়ন্তীকে বিশ্ব দরবারে স্মরণীয় করে তুলতে ৪৫তম আসরের আয়োজন করে বাংলাদেশ। আইসিপিসি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সক্ষমতা বিবেচনা করে ২০২১ সালে রাশিয়ায় আয়োজিত ৪৪তম আসরে বাংলাদেশকে ৪৫তম আসরের আয়োজক দেশ হিসেবে ঘোষণা করে। এই প্রতিযোগিতায় বিশ্বের প্রায় ৭০টি দেশ থেকে এক হাজারের বেশি অতিথি আগমন করেন।

চিত্র: 'আইসিপিসি ২০২২ ওয়ার্ল্ড ফাইনালস' এর চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণকারী বিশ্বের ৪২ টি দেশের ১৩২ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের দল।

প্রোগ্রামিংয়ের বিশ্বকাপখ্যাত এই আয়োজনের শুরুটা হয়েছিলো ১৯৭০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে। যদিও ১৯৭৭ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত এই আয়োজনের দায়িত্বে ছিল কম্পিউটারের বৈজ্ঞানিক গবেষণার অন্যতম বৃহৎ ও পুরোনো প্রতিষ্ঠান অ্যাসোসিয়েশন ফর কম্পিউটিং মেশিনারি (এসিএম)। শুরুর দিকে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দলই এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করতো। অল্প কদিনের মধ্যে এটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আইসিপিসির সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হয় আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে। যার প্রধান হলেন একজন নির্বাহী পরিচালক। চূড়ান্ত আসরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় হতে একটিমাত্র দল অংশ নিতে পারে। প্রতিটি দলে থাকেন একজন কোচ এবং তিনজন করে প্রতিযোগী। প্রতি বছর এই আয়োজনের চূড়ান্ত আসর অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে প্রত্যেকটি দলকে অন্তত আরও দুটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়।

ধাপ-১: এই পর্যায়ে প্রতিটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থানীয়ভাবে প্রোগ্রামিং কনটেস্ট আয়োজনের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন দল বাছাই করে পরবর্তী পর্বের জন্য মনোনীত করে।

ধাপ-২: আইসিপিসি ফাউন্ডেশন ঢাকা আয়োজনকে সামনে রেখে বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে নয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করেছে। এই পর্যায়ে প্রথম পর্বে মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন দলগুলো নিয়ে আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে এই পর্বের আয়োজনগুলো সম্পন্ন হয়ে থাকে। আঞ্চলিক পর্যায়ে অংশ নেয়া দলগুলোর প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের দক্ষতার ভিত্তিতে ১৪০ টি দল মনোনীত করে চূড়ান্ত পর্বের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। ধারণা করা হয় প্রতি বছর এই দুটি পর্বে পৃথিবীর ১১১টি দেশের তিন হাজারের মতো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে থাকে। নয়টি অঞ্চল থেকে আমন্ত্রণ পাওয়া ১৪০ টি দলের মধ্য থেকে চূড়ান্ত পর্বে ৪২টি দেশ হতে ১৩২ দল অংশ নেয়।

৬ নভেম্বরের ২০২২ তারিখের মধ্যে দলগুলোর আগমন সম্পন্ন হয়। বিমানবন্দরে অতিথিদের স্বাগত জানানো এবং সার্বক্ষণিক সহযোগিতার জন্য ইউএপির ২৭৫ জন প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক কাজ করেন। ৮ নভেম্বর ২০২২ তারিখে সকাল থেকে শুরু হয় দলগুলোর নিবন্ধন, হুয়াওয়ে চ্যালেঞ্জ, রিজিওনাল কন্টেস্ট ডিরেক্টরদের ভ্রমণ এবং আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল ঢাকা

আয়োজনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এ আয়োজনের উদ্বোধন করেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক। ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. কামরুল আহসান স্বাগত বক্তব্য রাখেন। আইসিটি বিভাগের প্রাক্তন জ্যেষ্ঠ সচিব এন এম জিয়াউল আলম, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার, আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসির নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচার, আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস কনটেন্টের পরিচালক ড. মাইকেল জে ডোনাহু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এই আয়োজনে যারা বিশেষ অবদান রেখেছেন তাদের আইসিপিসি ফাউন্ডেশন কর্তৃক লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এ আয়োজনের স্বপ্নদ্রষ্টা প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের সাবেক উপাচার্য ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীকে সম্মাননা দিয়েছে আইসিপিসি ফাউন্ডেশন। প্রয়াত জামিলুর রেজা চৌধুরীর স্ত্রী সেলিনা নওরোজ চৌধুরী এ সম্মাননা গ্রহণ করেন। সবশেষে প্রতিযোগীদের জন্য একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার মক টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়। ১০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে ঢাকা পর্বের মূল আয়োজন। বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত রাজধানীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার, বসুন্ধরার (আইসিসিবি) ৪ নম্বর হলে আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্ব (ওয়ার্ল্ড ফাইনালস) অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগতিক দেশ, তাই এবারই সর্বোচ্চ আটটি দল নিয়ে চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেয় বাংলাদেশ। বিকেল পাঁচটায় ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের বোর্ড অব ট্রাস্টির সম্মানিত সভাপতি ড. মোহাম্মদ আলাউদ্দীনের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে সমাপনী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন হুয়াওয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট, জেট ব্রেইনের আন্দ্রেই ইভানভ, পোগ্রামিং প্রতিযোগিতার বিচারক জো পেরিসহ আরও অনেকে। সমাপনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান। সমাপনী অনুষ্ঠান শেষে রাত পৌনে ৯টায় ঘোষণা করা হয় ফলাফল।

চিত্র-১৭৯: আইসিপিসি ২০২২ সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন।

এতে বিশ্বের ৪২ টি দেশের ১৩২ টি দল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রতি দলে তিন জন শিক্ষার্থী প্রতিযোগী এবং এক জন শিক্ষক মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পাঁচ ঘণ্টায় ১২টি প্রোগ্রামিং সমস্যার মধ্যে ১১টি সমাধান করে 'আইসিপিসি ২০২২ ওয়ার্ল্ড ফাইনালস' চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)। প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় সেরা হয়েছে চীনের পিকিং ইউনিভার্সিটি, তৃতীয় সেরা হয়েছে যথাক্রমে জাপানের দ্য ইউনিভার্সিটি অব টোকিও এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

প্রতিযোগিতার শীর্ষ এ চার দল পুরস্কার হিসেবে পেয়েছে স্বর্ণপদক। এরপর পঞ্চম থেকে অষ্টম স্থানকারী রূপা এবং নবম থেকে দ্বাদশ স্থান অর্জনকারী দল ব্রোঞ্জ পদক পায়। সুইজারল্যান্ডের ইটিএইচ জুরিখ, ফ্রান্সের ইকোল নরমাল সুপিরিয়র ডি প্যারিস, যুক্তরাষ্ট্রের কার্নিগিও মিলন ইউনিভার্সিটি ও পোল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব ওয়ারশ রৌপ্যপদক বিজয়ী হয়েছে। ব্রোঞ্জ পেয়েছে রাশিয়ার ন্যাশনাল রিসার্চ ইউনিভার্সিটি হায়ার স্কুল অব ইকোনমিকস, সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ভিয়েতনামের ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (ভিএনইউ)। বাংলাদেশ থেকে ৮ দল অংশ নিলেও কোনো পদক জিততে পারেনি। তবে অনারেবল মেনশন পেয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)। ফলাফল ঘোষণা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক। অনুষ্ঠান শেষে সকলের জন্য

ডিনার পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তারা এবারের আয়োজনকে সেরা আয়োজন বলে অভিহিত করেছেন। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোনো আয়োজনে একসঙ্গে এত দেশের মানুষের আগমন ঘটেনি। আগামী বছর এ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত আসর মিসরে অনুষ্ঠিত হবে।

চিত্র: আইসিপিসি ২০২২ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন ট্রফি হাতে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) এর বিজয়ী প্রোগ্রামার।

৯.২ বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্ট-২০২৩

তরুণ উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপকে অনুপ্রাণিত করতে আইসিটি বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)-এর ইনোভেশন ডিজাইন অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ একাডেমি (আইডিয়া) প্রজেক্ট 'বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্ট-২০২৩' প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব মো. সামসুল আরেফিন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিসিসির নির্বাহী পরিচালক জনাব রণজিৎ কুমার। বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ)' আয়োজনের প্রধান লক্ষ্য হলো তরুণ উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী ধারণা উৎসাহিত করে দেশে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা। 'ডেয়ার টু স্ট্যান্ড বিগ' স্লোগানটি নিয়ে আয়োজিত বিগ ২০২৩-এর সারাদেশে ক্যাম্পেইন শেষে প্রাথমিক পর্যায়ে ৬৮৪৬টি স্টার্টআপ ও উদ্ভাবক এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে আবেদন করে। সেরা ১০৫টি স্টার্টআপ থেকে ১ জন করে ১০৫ জনকে নিয়ে ৩ দিনের বুটক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় যশোরের শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে। সেখানে ৩ দিনব্যাপী ১১টি সেশনে ব্যবসার কনসেপ্ট, ফিজিবিলিটি, স্ট্রাটিজি, ইমপ্লিমেন্টেশন, টিম ম্যানেজমেন্ট, স্টোরি টেলিং'র ওপর বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ফাইনাল পিচিং রাউন্ড থেকে সেরা ৫২টি স্টার্টআপকে দেওয়া হয় বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্ট। সেরাদের সেরা স্টার্টআপ হিসেবে যৌথ বিজয়ী হয় 'ফ্যাব্রিক লাগবে লিমিটেড' এবং 'মার্কোপলো এআই'। প্রথম স্থান অর্জনকারী বিজয়ী ২ জন স্টার্টআপকে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা করে মোট ১ (এক) কোটি টাকা এবং বাকী ৫০ জন স্টার্টআপকে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা করে মোট ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পুরস্কৃত করা হয়।

চিত্র: গত ১৭ জুন ২০২৩ খ্রি: বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্ট (বিগ) এর গ্র্যান্ড ফিনালেতে বিজয়ী স্টার্টআপদের মাঝে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি।

৯.৩ 'বাংলার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ২.০' (AI for Bangla 2.0) প্রতিযোগিতা ২০২৩ ও ফন্টের জন্য বর্ণ ডিজাইন প্রতিযোগিতা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে বাংলা লেখা পড়ে শোনাবে কম্পিউটার। এমনই এক উদ্ভাবনী প্রযুক্তি তৈরি করে বাংলায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি বিষয়ক 'এআই ফর বাংলা ২.০' প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শাহজালাল বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাস্ট ১৯৫২'। 'সাস্ট ১৯৫২' এর বাংলা লেখা থেকে কথায় রূপান্তর ভাষা প্রযুক্তি বিষয়ক 'বাংলা নিউরাল টেক্সট টু স্পিচ' ছাড়াও আরও সাতটি উদ্ভাবনকে চূড়ান্তভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করা এবং গবেষণায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের 'গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ' প্রকল্পের উদ্যোগে এ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়। রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সচিব জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন । বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ ও প্রযুক্তিবিদ ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল।

এছাড়া একই প্রকল্পের আওতায় বাংলা ডিজাইন ফন্ট প্রতিযোগিতার ফলাফলও ঘোষণা করা হয়। প্রথম পুরস্কার হিসেবে এক লক্ষ টাকা প্রাইজমানি জিতেছেন জনাব কাজী মোঃ মহসিন। এছাড়া, শহীদ শরিফ রাসেল। মোঃ আনোয়ার হোসেন, সাজেদুর রহমনা সবুজ, মোঃ আলআমিন, ময়দুল হাসান রাসেল, মোঃ মনজুর হোসেন, ওসমান হাতা মিরন, মোল্লা শরীফ এবং মোঃ জাহিদুল ইসলামকে সর্বমোট দুই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার প্রাইজমানি ও সম্মাননা প্রদান করা হয়।

চিত্র: 'বাংলার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ২.০' (AI for Bangla 2.0) ২০২৩ প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি আইসিটি বিভাগের সচিব জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন এবং বিজয়ী প্রতিযোগীগণ।

৯.৪ সাইবার ড্রিল

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের বিজিডি ই-গভ সার্ট বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এবং দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সাইবার ড্রিল-২০২২ আয়োজন করে। ২৩-২৪ আগস্ট ২০২২ তারিখে আয়োজিত দুইদিন ব্যাপী 'বিশ্ববিদ্যালয় সাইবার ড্রিল ২০২২' -এ ৫৮টি টিমে মোট ২৬৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। সাইবার নিরাপত্তা মাস উপলক্ষ্যে গত ২২ অক্টোবর ২০২২ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণে 'ফাইনান্সিয়াল সাইবার ড্রিল ২০২২'-এ ৫০টি টিমে মোট ২৩২ জন অংশগ্রহণ করেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উপলক্ষ্যে ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় সাইবার ড্রিলে ৫০টি টিমে মোট ২৪০জন অংশগ্রহণ করেন। ২১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অডিটোরিয়ামে ২০২১ ও ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত ৬টি সাইবার ড্রিলের বিজয়ী ১ম, ২য় ও ৩য় দলকে বিজিডি ই-গভ সার্টের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা, সনদ, ক্রেস্ট ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। OIC CERT এর বার্ষিক সাইবার ড্রিল ২০২২ -এ অংশ নিয়ে BGD e-GOV CIRT পূর্ণমান অর্জন করে উত্তর প্রদানের দ্রুততার ভিত্তিতে ২য় স্থান অধিকার করেছে।

চিত্র: BGD e-GOV CIRT কর্তৃক ২০২১ ও ২০২২ সালে আয়োজিত ৬টি সাইবার ড্রিলের বিজয়ীদের সংবর্ধনা, সনদ, ক্রেস্ট ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন আইসিটি বিভাগের প্রাক্তন সিনিয়র সচিব, জনাব এন এম জিয়াউল আলম।

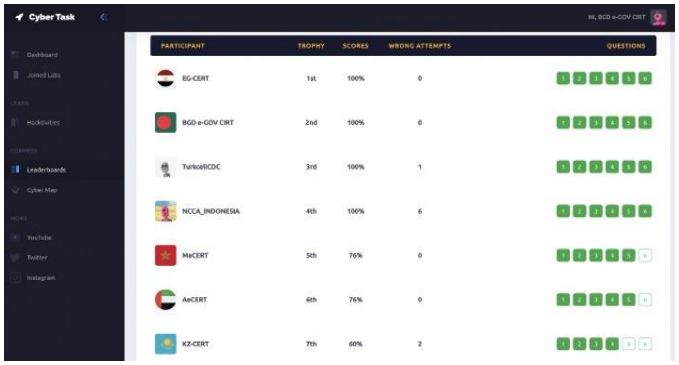

চিত্র: OIC CERT এর বার্ষিক সাইবার ড্রিল ২০২২ -এ BGD e-GOV CIRT পূর্ণমান অর্জন করে উত্তর প্রদানের দ্রুততার ভিত্তিতে ২য় স্থান অর্জন করে।

৯.৫ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকরি মেলা-২০২৩

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকরি মেলা-২০২৩: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এবং "সেন্টার ফর সার্ভিসেস এন্ড ইনফরমেশন অন ডিজঅ্যাবিলিটি (সিএসআইডি) এর সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরি সহায়তার লক্ষ্যে প্রতি বছর চাকরি মেলা আয়োজন করা হয়। গত ০৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, আগারগাঁও এ চাকরি মেলাটি উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে আইসিটি বিভাগের প্রাক্তন সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব শেখ মোঃ মনিরুজ্জামান, সিএসআইডি'র নির্বাহী পরিচালক জনাব খন্দকার জহুরুল আলম এবং বিসিসি'র সদস্য জনাব মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক (গ্রেদ-১) জনাব রণজিৎ কুমার। সকাল ৮:০০ ঘটিকা হতে চাকুরি প্রার্থী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে চাকরি মেলা কার্যক্রম শুরু হয় এবং অপরাহ্ণ ৫:০০ টা পর্যন্ত এ মেলা চলে। চাকুরি মেলায় তথ্যপ্রযুক্তি খাতের চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন, Aarong, Daraz, Chaldal, Foodpanda, Jachai.com, FIFO Tech, MY Outsourcing, Digicon, Dora International, BACCO, BCS, ISPAB, CCOAB, e-CAB, এবং এনজিওসহ এবার সর্বমোট ৫৪ টি প্রতিষ্ঠান তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে এ মেলায় অংশগ্রহণ করে। এবারের মেলায় মোট ৪৫০ জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রেজিস্ট্রেশন করেন। মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কম্পিউটার দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের উপর ভিত্তি করে ২৫ জনকে মেলা থেকেই চাকুরি প্রদান করা হয় এবং চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২২০ জনের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা করা হয়। এ তালিকা থেকে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যায়ক্রমে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নিয়োগ প্রদান করবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ৯০৪ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চাকরি প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের "চাকুরি মেলা ২০২৩" উদ্বোধন করেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি।

৯.৬ যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা ২০২৩

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কর্তৃক সেন্টার ফর সার্ভিসেস এন্ড ইনফরমেশন অন ডিজ্যাবিলিটি (সিএসআইডি) ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি) এর সহযোগিতায় গত ৬ মে ২০২৩ খ্রি: তারিখে ৭ম বারের মতো দিনব্যাপী প্রতিযোগিতাটি আয়োজন করা হয়। সমাপনী ও পুরস্কার

বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিসি এর নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) রণজিৎ কুমার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিইউবিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টি এর চেয়ারম্যান মোঃ সামশুল হুদা, এফসিএ এবং সিএসআইডি'র নির্বাহী পরিচালক খন্দকার জহুরুল আলম। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিইউবিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মোঃ আলী নূর।

প্রাথমিকভাবে ১৪ থেকে ২২ বছর বয়স পর্যন্ত আগ্রহীগণ ডাক, ই-মেইল এবং অনলাইনের মাধ্যমে গত ২৬ এপ্রিল ২০২৩ এর মধ্যে উক্ত প্রতিযোগিতায় তাদের নিবন্ধন সম্পন্ন করেন। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধী, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার (এনডিডি) অর্থাৎ মোট ৪ ক্যাটাগরিতে সারাদেশ থেকে মোট ১১৭ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রতিযোগিতায় মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট ও ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর প্রতিযোগীদের দক্ষতা যাচাই এর মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বিজয়ী প্রত্যেক ক্যাটাগরি থেকে সেরা প্রথম তিনজনকে অর্থাৎ ৪টি ক্যাটাগরিতে মোট ১২ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রত্যেক বিজয়ী প্রতিযোগীকে পুরস্কার স্বরূপ একটি স্যামসাং ব্রান্ডের স্মার্ট ফোন এবং জেনওয়েব টু কোম্পানি কর্তৃক উপহার সামগ্রীসহ ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করা হয়। বিজয়ীরা বিসিসি কর্তৃক পরিচালিত উচ্চতর প্রশিক্ষণ কোর্সে বিনা ফি'তে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে এবং বিজয়ী ১২ জনের মধ্য থেকে যাচাই-বাছাই করে শ্রেষ্ঠ ৪জন আগামী অক্টোবরে ২০২৩ খ্রি: দুবাইয়ে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

চিত্র: 'যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা-২০২৩' অশংগ্রহণকারী যুবক প্রতিবন্ধীগণ।

চিত্র: 'যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা-২০২৩' এর বর্ণাঢ্য সমাপনী এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের সাথে প্রধান অতিথি বিসিসির নির্বাহী পরিচালক জনাব রণজিৎ কুমার।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের বিষয়ে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং অনলাইন পোর্টালে প্রকাশিত সংবাদ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল সন্ধ্যায় ফ্রিল্যান্সার আইডি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন — ফোকাস বাংলা

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চিন্তা থেকে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির উদ্যোগ : প্রধানমন্ত্রী

■ বাসস

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চিন্তা থেকেই তার সরকার দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল বলেছেন, এখন থেকেই উদ্যোগী না হলে দেশ পিছিয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বে এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের কথা আসছে। এই চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের কথা মাথায় রেখেই আমাদের দক্ষ কর্মজ্ঞানসম্পন্ন লোকবল সৃষ্টি করতে হবে। সেটার জন্য এখন থেকেই উদ্যোগ না নিলে আমরা পিছিয়ে যাব। সুতরাং আমরা পিছিয়ে যেতে চাই না। এ জন্য প্রশিক্ষণটা সঙ্গে সঙ্গে দরকার। কারণ আমরা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চাই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল সন্ধ্যায় ফ্রিল্যান্সার আইডি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরেবাংলা নগরস্থ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

সমকাল

আইসিপিসি ২০২২

প্রোগ্রামিং বিশ্বকাপে তারুণ্যের মিলনমেলা

প্রকাশ: ১৪ নভেম্বর ২২ । ০০:০০ | আপডেট: ১৪ নভেম্বর ২২ । ১৭:২৪ । প্রিন্ট সংস্করণ

প্রোগ্রামিংয়ের বিশ্বকাপ আইসিপিসি ২০২২ চ্যাম্পিয়ন এমআইটি দলের সঙ্গে অতিথিরা

*দেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো প্রোগ্রামিংয়ের বিশ্বকাপখ্যাত আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় (আইসিপিসি ২০২২) ওয়ার্ল্ড ফাইনালস। গত ৬-১১ নভেম্বর রাজধানীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার, বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) অনুষ্ঠিত হয় এবারের প্রতিযোগিতা। আইসিপিসির ৪৫তম এ আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)। লিখেছেন **হাসান জাকির***

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সেরা কম্পিউটার প্রোগ্রামারদের দেশে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হলো আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় (আইসিপিসি ২০২২) ওয়ার্ল্ড ফাইনালস। গত ৬-১১ নভেম্বর রাজধানীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার, বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) অনুষ্ঠিত এবারের প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, রাশিয়া, চীন, জাপান, কোরিয়া, ভারত, পাকিস্তান এবং স্বাগতিক বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৭০টি দেশের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৭টি দল অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এমআইটি, অক্সফোর্ড, ইয়েল, আইআইটির মতো বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের একঝাঁক তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থী; যাঁরা আগামী দিনে বিশ্বের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করবেন। প্রতিযোগী, বিচারক, শিক্ষক এবং অতিথি মিলিয়ে প্রায় দেড় হাজার মানুষের সমাগমে বিশ্বসেরা তরুণ প্রোগ্রামারদের মিলনমেলায় পরিণত হয় আইসিসিবি। ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) উদ্যোগে আইসিপিসি ঢাকা আয়োজন সহযোগী ছিল সরকারের আইসিটি বিভাগ। বিশ্বজুড়ে এ আয়োজনের ডায়মন্ড পৃষ্ঠপোষক হুয়াওয়ে।

ঢাকায় প্রোগ্রামারদের মিলনমেলা

আইসিপিসির চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে প্রতিটি দেশেই স্থানীয়ভাবে আয়োজিত হয় প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতা থেকে নির্বাচিত সেরা কয়েকটি দল ওয়ার্ল্ড ফাইনালসে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। স্বাগতিক দেশ হিসেবে এবার বাংলাদেশ থেকে অংশ নেয় ৮টি দল। এবারের প্রতিযোগিতায় আফ্রিকা-আরব অঞ্চল থেকে ১৬টি, এশিয়া-প্যাসিফিক থেকে ৩৫টি, ইউরোপ থেকে ১৬টি, চীন থেকে ১৬টি, রাশিয়া অঞ্চল থেকে ১৬টি এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৪টি দল অংশগ্রহণ করে। গত ৬ নভেম্বর থেকে বিভিন্ন দেশের নির্বাচিত প্রতিযোগীরা ঢাকায় আসতে শুরু করেন। ৭ নভেম্বর ছিল অংশগ্রহণকারী দলের নিবন্ধন, সাবেক প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণে অ্যালামনাই টক, কনসার্ট। তৃতীয় দিনে অনুষ্ঠান

...ন্য বিশেষ প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করে পৃষ্ঠপোষক

...রেট কমিউনিকেশন্স বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট

...রীক্ষামূলক প্রতিযোগিতা) আয়োজন করা হয়। এ

...অনুষ্ঠিত হয় মূল প্রতিযোগিতা।

...গর একটি প্যাভিলিয়নসহ স্পন্সর শোকেস জোন।

সমকাল

সোমবার

১৫ নভেম্বর ২০২১ । ৩০ কার্তিক ১৪২৮

টেকলাইফ

এ|ই|দি|নে

'ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজির (ডব্লিউসিআইটি) ২৫তম আসরের বিভিন্ন সেমিনারে অংশ নেন দেশি-বিদেশি প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা

যত পুরস্কার পেল বাংলাদেশ

■ তানজীর টিপু

ঢাকায় তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্ব সম্মেলন

ঢাকায় প্রথমবারের মতো আয়োজিত হলো তথ্যপ্রযুক্তির অলিম্পিকখ্যাত বিশ্ব সম্মেলন ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজির (ডব্লিউসিআইটি) ২৫তম আসর। ১১ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শুরু হওয়া আন্তর্জাতিক এ আয়োজনের পর্দা নামে গতকাল। এতে অংশ নেন বিশ্বের শীর্ষ তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ও উদ্যোক্তারা। সম্মেলন নিয়ে লিখেছেন **আনোয়ার হোসেন**

WCIT BANGLADESH 2021

BANGLADESH COMPUTER COUNCIL

ই-১৪/এক্স, আইসিটি টাওয়ার, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

৮৮-০২-৫৫০০৬৮৪৮ ৮৮-০২-৫৫০০৬৭৯১

www.bcc.gov.bd bccinfo@bcc.gov.bd facebook.com/bcc.ict